NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়ে আসলে যা দিতে চেয়েছিলেন

দাদা-বৌদিকে মারের অভিযোগে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার ৫

কলকাতা ১ জানুয়ারি ২০২৪ ১৫ পৌষ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২০০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.1.2024, Vol.17, Issue No. 200, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রাজ্যের মুখ্যসচিব হলেন বিপি গোপালিকা

স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। তিনি হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর স্থানাভিষিক্ত হলেন। ২০২১ থেকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে ছিলেন বিপি গোপালিকা। তার আগে ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক প্রাণীসম্পদ, পরিবহণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২৪ সালের ৩১ মে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। এদিকে, রবিবারই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে দ্বায়িত্ব নিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। তিনি ১৯৯৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার। বর্তমানে তিনি ছিলেন পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব। সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সচিব ছিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেয় রাজভবন। নন্দিনী চক্রবর্তী ১২ জন অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে টপকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে যাচ্ছেন। অতীতে অত্রি ভট্টাচার্য প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁকে স্বরাষ্ট্র সচিব পদে নিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণভাবে দেখা যায়, অতিরিক্ত হোম সেক্রেটারি পদে যারা থাকেন তাদেরই স্বারাষ্ট্র সচিব পদে আনা হয়ে থাকে। অত্রী ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে সেই প্রথার ব্যতিক্রম হয়েছিল। ফের একবার তা হল নন্দিনী ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে। রাজ্যপালের সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই নন্দিনীকে পর্যটন দপ্তরের সেক্রেটারির পদে আনা হয়। এবার তাঁকে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে আনা হয়। অন্যদিকে, সদ্য প্রাক্তন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়েছে। আগামী তিন বছরের জন্য তাঁকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের সচিব হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হল বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

'বেআইনি সংগঠন' তেহরিক-ই-হুরিয়ত

ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর: 'তেহরিক-ই-হুরিয়ত'কে বেআইনি সংগঠন বলে ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংগঠনটির বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলায় দায়ের হয়েছে। শাহর অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল সংগঠনটি। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে শাহ লিখেছেন, 'তেহরিক- ই-হুরিয়তকে 'বেআইনি সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ওই সংগঠনটি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে নিযুক্ত ছিল। কাশ্মীরে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রও করেছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী প্রপাগান্ডা ছড়ানো ও ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করে গিয়েছে।' সেই সঙ্গে অমিত শাহ মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী ও ব্যক্তি সবক্ষেত্রেই 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলেন। উল্লেখ্য, 'মুসলিম লিগ জম্মু কাশ্মীর'কে কয়েকদিন আগেই নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। নেতৃত্ব দিতেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। বর্তমানে সংগঠনটির নেতৃত্বে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া হুরিয়াত কনফারেন্সের কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর অন্তর্বতী চেয়ারম্যান মাসরাত আলম। সেই সংগঠনেরই অস্তিত্ব মুছে দেয় কেন্দ্র। 'তেহরিক-ই-হুরিয়ত' নামের পাকিস্তানপন্থী সংগঠনটির নেতৃত্বও মাসারাতের হতে আসে সইদ আলি শাহ গিলানির মৃত্যুর পরে। এই মুহূর্তে জেলে রয়েছেন তিনি। এবার 'মুসলিম লিগ জম্মু কাশ্মীরে'র মতো 'তেহরিক-ই-হুরিয়ত'কে বেআইনি সংগঠন বলে ঘোষণা করল কেন্দ্র।

বছর শেষের সূর্যাস্ত...

আউট্রাম ঘাট থেকে তোলা অদিতি সাহার ছবি।

রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে গাইতে হবে রাজ্য সঙ্গীত

জারি করা হল নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান, কর্মসূচির শুরুতে বাধ্যতামূলক ভাবে 'রাজ্য সঙ্গীত' গাইতেই হবে। একই সঙ্গে প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ 'শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা'-র সঙ্গে 'রাজ্য দিবস' পালনের জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সম্মানের সঙ্গে প্রতি বছর 'রাজ্য দিবস' পালন করবেন সকল পশ্চিমবঙ্গবাসী। রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানে রাজ্য গান গেয়েছেন। স্পেনে শিল্প সম্মেলনে গিয়েও রাজ্য সঙ্গীত গান মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি ২৯তম চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনেও গাওয়া হয় গানটি। 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-এ গলা মেলান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উঠে দাঁড়ান সলমন খান, অনিল কাপুর, মহেশ ভাট, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, সোনাক্ষী সিন্‌হা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা।

সমস্ত অনুষ্ঠান, কর্মসূচির শুরুতে ১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড ধরে গাইতে হবে 'রাজ্য সঙ্গীত'।

একই সঙ্গে সেই অনুষ্ঠানের শেষে গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত। পাশাপাশি, এই দুই গান উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে গাওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভায় রাজ্য সঙ্গীত এবং রাজ্য দিবস পালনের বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার রাজ্যের মুখ্যসচিবের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একাধিক

এবার সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে 'বাংলার মাটিকে' রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। রাজ্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নির্দেশিকা, রাজ্য সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান, কর্মসূচির শুরুতে এক মিনিট ৫৯ সেকেন্ড ধরে গাইতে হবে 'রাজ্য সঙ্গীত'। এবং অনুষ্ঠানের শেষে গাইতে হবে জাতীয় সঙ্গীত। এই দুই গান উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে গাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিনই রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর শেষ কাজের দিন ছিল। তার আগে শনিবার তিনি এই দুটি বিষয়ে অর্থাৎ 'রাজ্য দিবস' এবং 'রাজ্য সঙ্গীত' নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে দিয়েছেন।

বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে ঘটল বড়সড় বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একঝাঁক কর্মসূচি স্থগিত হয়ে গেল। রবিবার নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর আগামী কয়েক দিনের কর্মসূচি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর গঙ্গাসাগর যাত্রার দিনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে যাওয়ার বিকল্প দিনের কথাও প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী ওই কর্মসূচিতে যোগদান করবেন না।

পাশাপাশি, গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে ৩-৪ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর যাওয়ার কর্মসূচিও ঠিক হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই সফর পিছিয়ে ৮-৯ জানুয়ারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মেলার উদ্বোধন হবে ৮ জানুয়ারি, চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। প্রতি বছর মেলা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপে গিয়ে মেলার প্রস্তুতি নিজেই খতিয়ে দেখেন। যান কপিলমুনির আশ্রমেও। এত বছরে কখনও গঙ্গাসাগরে মেলার সময় যাননি। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এ বার মেলা উদ্বোধনের দিনই সাগরে পৌঁছবেন তিনি। যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে পরদিনই কলকাতায় ফিরে আসবেন। সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ৩-৪ জানুয়ারির বদলে তিনি সাগর সফরে আসবেন ৮-৯ জানুয়ারি। তাই সে ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।'

আগে ঠিক ছিল, ৪ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হেলিকপ্টারে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন জয়নগরে। সেখানে গিয়ে একটি রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন করবেন তিনি। কিন্তু এখন সেই কর্মীসভার পরিকল্পনাও স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কর্মসূচি স্থগিত করে দেওয়ার নির্দেশ এসে গিয়েছে। তাই আবারও দিনক্ষণ জানানো হলে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি কেন স্থগিত করা হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা নবান্ন দেয়নি। তবে রুটিন চেক আপের জন্য শুক্রবার দুপুরে এসএসকেএমে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরীক্ষার সময়ে চিকিৎসকেরা তাঁর ডান কাঁধে পুরনো চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন বোধ করেন। তার পরেই উডবার্ন ব্লকের ওটিতে মুখ্যমন্ত্রীর ডান কাঁধে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করা হচ্ছে, শারীরিক কারণেই হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে এই বদল আনা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের অধীনে ভাঙড় থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের আওতায় আসছে ভাঙড়। আগামী ২ জানুয়ারি ভাঙড়, উত্তর কাশীপুর, পোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর থানার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে চারটি থানা পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। সারা বছরই প্রায় উত্তপ্ত থাকে ভাঙড়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই অগ্নিগর্ভ হয় ভাঙড়। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েও ঘটে প্রাণহানি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ভোট 'হিংসা' নিয়ে বলতে গিয়ে ভাঙড়ের কথা উল্লেখ করেন।

বছরের শেষ মন কি বাতে, নতুন বছরে নতুন শক্তির সঞ্চারের আহ্বান মোদির

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর: গোটা গেরুয়া শিবির এখন অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে। ২২ জানুয়ারি বহু প্রতীক্ষিত রামমন্দিরের উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবারেই অযোধ্যায় ছিলেন। একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনার পাশাপাশি রামকে ঘিরে নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন শনিবারেই। আর রবিবারে তাঁর মাসিক 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও রাম-নাম করলেন মোদি। উদ্বোধনের দিন রামভক্তদের অযোধ্যা যেতে আগেই নিষেধ করেছিলেন তিনি। বাড়িতে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছিলেন। আর রবিবার দেশবাসীকে ওই দিন রামভজন গাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সেই সঙ্গে সমাজমাধ্যমে রামভজন নামে প্রচারের অনুরোধ জানালেন।

বছরের শেষ দিনের 'মন কি বাত'-এ আসলে যেন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের সূচনা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সরাসরি না হলেও রবিবারের বক্তৃতা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল, মোদি নির্বাচনী প্রচারে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব চাইছেন। ২০২৪ সালে ভারতের সবচেয়ে বড় ঘটনাক্রম লোকসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগেই নতুন রামমন্দিরের উদ্বোধন। ফলে সেই বিষয়টাই মোদির বক্তব্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে।

বোঝালেন ১০৮ সংখ্যার মাহাত্ম্য

রবিবার ছিল 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১০৮তম পর্ব। প্রসঙ্গত, হিন্দু বিশ্বাসে ১০৮ সংখ্যাকে পবিত্র মনে করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই সংখ্যার পবিত্রতা নিয়েও নিজের মত প্রকাশ করেন। জানান, একটি জপমালার ১০৮টি পুঁতির মতো এই পর্বটিও তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোদি বলেন, '১০৮ সংখ্যার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। এর পবিত্রতা গভীর অধ্যয়নের বিষয়। জপমালায় ১০৮টি পুঁতি থাকে, ১০৮ বার জপ করতে হয়। দেশে ১০৮টি দিব্যক্ষেত্র রয়েছে, মন্দিরে ১০৮টি সিঁড়ি, ১০৮ ঘণ্টা থাকে। ১০৮ সংখ্যাটি অনেক বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত।' এর পরেই এই পর্ব তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে মোদি বলেন, 'আমাদের নতুন বছরে নতুন শক্তি এবং সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।'

সেই সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন, ভারত এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। দেশবাসী উন্নত ভারতের চেতনায় পরিপূর্ণ। ভারতে আত্মনির্ভরশীলতার অনুভূতি তৈরি হয়েছে। ২০২৪ সালেও আমাদের একই চেতনা এবং গতি বজায় রাখতে হবে। ২০২৩ সালে দেশের খেলোয়াড় এবং শিল্পীদের সাফল্যের কথাও তিনি রবিবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, 'ভারতের সম্ভাবনা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং আমাদের এঁদের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ভারতে যে 'ইনোভেশন হাব' তৈরি হচ্ছে তা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা থামছি না।' চন্দ্রযানের সাফল্য থেকে ভারতে সুস্বাস্থ্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন মোদি।

বাংলায় বিকল্প রাজনীতি পোস্টার নিয়ে সরগরম বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলকাতা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছেয়ে গেল 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'র পোস্টার। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পোস্টার ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা লাগোয়া ব্যারাকপুর স্টেশন চত্বরেও দেখা গেল 'বাংলায় বিকল্প রাজনীতি'র পোস্টার। এই মুহূর্তে পাহাড় থেকে সমতল চর্চার কেন্দ্র বিন্দু কিন্তু এই পোস্টার ঘিরেই। যদিও পোস্টারে প্রচারকের নাম নেই। যদিও কয়েকমাস আগে তৃণমূলকে হটাতে বাংলায় বিকল্প রাজনীতির কথা তুলে ধরেছিলেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচী। এদিন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, বাংলার ভবিতব্য বিকল্প রাজনীতি। যদিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৌস্তভ বলেন, দু-তিন মাস আগে তিনি বাংলায় বিকল্প রাজনীতির কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে তার এই বক্তব্য ঘিরে বহু চর্চা হয়েছিল। কৌস্তভের কথায়, বাংলার মানুষ যদি বিকল্প রাজনীতির তত্ত্বকে সমর্থন করেন। তাহলে তিনি বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। পোস্টার লাগানো নিয়ে তাকেই সন্দেহ করা হচ্ছে, এপ্রসঙ্গে কৌস্তভের সাফাই, তিনি যদি লাগাতেন তাহলে কলকাতা কিংবা কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় পোস্টার লাগাতেন। কিন্তু কলকাতা ছাড়িয়ে বিকল্প রাজনীতির পোস্টার কোচবিহার, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও পড়েছে। তার তো চাটার্ড ফ্লাইট নেই, যে উড়ে গিয়ে পোস্টার মারবেন। কৌস্তভের আক্ষেপ, বিরোধী দলগুলো মানুষের আশা মেটাতে পারছে না। সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মীরা বাংলায় তৃণমূলের হাতে মার খাচ্ছে। আর দিল্লিতে গিয়ে সিপিএম-কংগ্রেসের নেতারা ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে সওয়াল করছে। কৌস্তভের কথায়, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপিও মানুষের আশা পূরণে ব্যর্থ। শুভেন্দু অধিকারীও খুব একটা স্বস্তিতে নেই। কৌস্তভের বক্তব্য, বাংলার মানুষ তাকিয়ে আছেন কবে চোরেরা জেলে যাবে। বড় চোরেরা দিল্লিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে আসছেন। এতেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে সন্দেহ দানা বাঁধছে। কৌস্তভের দাবি, বাংলায় বিকল্প রাজনীতি একমাত্র পথ। এই বিকল্প রাজনীতির চিন্তা-ভাবনায় শুভেন্দু বাবুরও সামিল হওয়া উচিত। কৌস্তভ আরও বলেন, স্বচ্ছ মানুষজনকে সামিল হওয়া উচিত এই বিকল্প রাজনীতিতে। যারা চাইছেন বাংলা থেকে এই দুর্নীতিপরায়ন সরকারকে গদিচ্যুত করতে।

যারা আমাকে হাওড়াতে ঢুকতে দেবে না বলছে তাদের কতটা গ্রহণযোগ্যতা আছে? প্রসূনের নাম না করে খোঁচা রাজীবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২০২১ সালের নির্বাচনের পর দীর্ঘ দুই বছর পর হাওড়ার বুকে পা রাখলেন প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বর্ষবরণের একটি অনুষ্ঠানে হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকায় আসেন। সেখান থেকেই তিনি বর্তমান হাওড়া সদরের সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাকে হাওড়াতে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে ১৫ নভেম্বর ২০২১ সালে একটি সভামঞ্চ থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়ালো দাবি রাখেন। দীর্ঘ দুই বছর পর ফের রবিবার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্টই বলেন, কে বলেছে এই ধরনের কথা আমার জানা নেই, যদিও যারা বলেছেন তাদের কতটা গ্রহণযোগ্যতা আছে সেটা জানা দরকার। এলাকার কর্মীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খোঁজ নিয়ে জেনে নিন।'

রবিবার এই প্রসঙ্গে হাওড়া সদর জেলা সভাপতি তথা ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, 'আমাদের সাংগঠনিক জেলা ভিত্তিতে সাঁকরাইল গ্রামীণ হাওড়াতে পড়ে। তাই এই বিষয়ে গ্রামীণ হাওড়ার সভাপতি তথা বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেনকে জিজ্ঞাসা করুন।' রবিবার ওই অনুষ্ঠানে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সাঁকরাইলের বিধায়িকা ও হাওড়া সদর সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ছিল। যদিও তারা দু'জনেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুষ্ঠানে আসার আগেই এসে চলে যান। বিধানসভার ফল ঘোষণার পর নিজের দলে ফিরে এলেও দীর্ঘ দুই বছর পর রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়াতে এলেন। যা নিয়ে ফের জেলা রাজনীতিতে চাঞ্চল্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, ১৫ নভেম্বরে রবিবার হাওড়া ডুমুরজলায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কিছু লোক আছে যাঁরা ঠিক নির্বাচনের আগে দল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই সব লোক হাওড়ায় ঢুকতে পারবে না। হাওড়ায় ঢুকতে দেব না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পরিবর্তন

আমি সায়ন্তনী ভট্টাচার্য্য, পিতা-ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, ঠিকানা- ১০/১ সি, সতীশ চক্রবর্ত্তী লেন, বালী হাওড়া, নোটারি পাবলিক হাওড়া কোর্টের Affidavit দ্বারা **সায়ন্তনী চক্রবর্ত্তী** নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 82AB706469 Dated 13/12/2023। **সায়ন্তনী ভট্টাচার্য্য** ও **সায়ন্তনী চক্রবর্ত্তী** একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা জানুয়ারি, ১৫ ই পৌষ। সোমবার, পঞ্চমী তিথী, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তোরী কেতুর র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে,এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা ,গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সুচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি ।যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল ,যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন ।গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাই দের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান ।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক ,বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন।মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ঋণ বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন । কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ঋণ বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন।মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

(আজ ইংরেজি নববর্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব কল্পতরু উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মোবাইল টয়লেট পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামায়েসিস আরপিএল দেশে প্রথমবারের মতো মোবাইল টয়লেট পরিষেবা শুরু করল। যা সব সময়েই উপলব্ধ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই মোবাইল টয়লেট ভ্যান স্ব-ইঞ্জিনযুক্ত। একজন গ্রাহক বা ব্যবহারকারী কোনও অনুষ্ঠান বা ইভেন্টের জন্য এই ২ কেবিন, ৪ কেবিন যুক্ত টয়লেট গাড়ি বুকিং করতে পারেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে শনিবার দত্তাবাদ ক্রসিং অফ বেঙ্গল কেমিক্যালস-এ এই ফ্লিটের সূচনা করেন বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর রাজেশ চিরিমার।

বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের বিকল্প পথ খুঁজে সংবর্ধিত ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশে বসবাসকারী এ রাজ্যের মানুষ যাতে রাজ্যের উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে তাই 'নন রেসিডেন্ট ওভারসিস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল' এর উদ্যোগে চতুর্থ প্রবাসী বঙ্গীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে। বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালিরা কিভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়নে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। পরিবেশ রক্ষায় বর্জ্য পুনর্ব্যবহার নিয়ে নানা গবেষণা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ, প্রাক্তন ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি ও নৃত্যশিল্পী অমিতা দত্তকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়। ডক্টর সাধন কুমার ঘোষ বলেন, বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশ। তিনি আশা করেন কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে তাতে আগামী দিনে বর্জ্য পুনর্ব্যবহারে ভারত অন্যদেশকে পথ দেখাবে। রাজ্যে বর্জ্য পুর্ব্যবহার শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আবেদন করেন তিনি।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন অমৃত ভারত ট্রেন

খড়গপুর/কলকাতা: শনিবার ২টি অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর মধ্যে একটি ট্রেন মালদা টাউন থেকে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাস (বেঙ্গালুরু) এর মধ্যে এবং অন্য ট্রেনটি দারভাঙ্গা, অযোধ্যা ধাম জং- আনন্দ বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত চলবে।

শনিবার, অমৃত ভারত ট্রেন চালু উপলক্ষ্যে আন্দুল স্টেশনে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সময়, সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের আন্দুল থেকে খড়গপুর পর্যন্ত অমৃত ভারত ট্রেনে যাতায়াত করা হয়। এই সময়, আদিত্য কুমার চৌধুরী, দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি নতুন রঙে এবং নতুন রূপে তৈরি করা হয়েছে। ট্রেনে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে এমন রং ব্যবহার করা হয়েছে, যা চোখকে আনন্দ দেয়। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির জন্য স্টেশনগুলিতে লোকোমোটিভ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। দুটি ডব্লুএপি-৫ লোকোমোটিভ ট্রেনের সামনে এবং পিছনে অল্প সময়ে (পুশ-পুল কনফিগারেশন) ব্যবহার করা হয়, যা ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেয়। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে ০২টি দ্বিতীয় শ্রেণির লাগেজ রেক, ০৮টি জেনারেল সিটিং কোচ এবং ১২টি স্লিপার ক্লাস কোচ রয়েছে।

এক নজরে অমৃত ভারত ট্রেনের বিশেষ বৈশিষ্ট—

- মোট কোচ ২২ গতি ১৩০ কিমি/ঘণ্টা যাত্রী ক্ষমতা ১৮৩৪
- আপগ্রেড করা কোচ অভ্যন্তর।
- উপযুক্ত ধারক সহ মোবাইল চার্জার।
- ভাঁজ বোতল ধারক।
- নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক এবং আর্গোনোমিকভাবে ডিজাইন করা আসন এবং বার্থ
- রেডিয়াম লাইট ভাসমান ফালা।
- নিরাপদ ভ্রমণের জন্য সিসিটিভি নজরদারি।
- স্বতন্ত্র যাত্রী ঘোষণা এবং পাবলিক ইনফরমেশন সিস্টেম পিএ সিস্টেম গার্ড দ্বারা পরিচালিত।
- মনোরম রঙের সংমিশ্রণ সহ নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা টয়লেট। স্লিপার ক্লাসে প্রতিবন্ধীদের জন্য টয়লেট।

প্রতি মাসে ১০০ জনকে রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রামের মানুষকে রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। যারা নিজের টাকায় রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের রাম মন্দির দর্শনে নিয়ে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বছরের শেষ দিন নন্দীগ্রাম বজরং কমিটি আয়োজিত হনুমান পুজোয় অংশগ্রহণ করে সেখানে একথা বলেন শুভেন্দু । স্থানীয়দের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, যারা নিজের টাকায় রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের সঙ্গে সেবক শুভেন্দু সব সময় আছে।

এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, 'রাম মন্দির দর্শনের জন্য গোটা দেশ থেকে ৭০০ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয় রেল। সেই সব ট্রেনে টিকিট কেটে উঠতে হবে। নন্দীগ্রামের যারা টিকিট কেটে রাম মন্দির দর্শনে যেতে পারবেন না তাদের মধ্যে প্রতি মাসে আমি ১০০ জন করে ট্রেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেব। জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখের পর থেকে নন্দীগ্রামে রাম মন্দির দর্শন কর্মসূচি শুরু হবে। যারা নিজেদের ক্ষমতায় যেতে পারবেন যাবেন, যারা পারবেন না তাদের জন্য শুভেন্দু অপনাদের সেবক আপনাদের সঙ্গে আছে'।

এদিন রাম মন্দির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিঘায় জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দুবাবু। বলেন, রাম মন্দির তৈরি হয়েছে সনাতনীদের নিধি দিয়ে। সনাতনীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে যে টাকা দিয়েছে তা দিয়ে তৈরি হয়েছে মন্দির। দিঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের মতো সরকারি টাকায় তৈরি নয়। আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় উদ্বোধন হতে চলেছে রাম মন্দিরের। প্রায় অর্ধশতকের আইনি লড়াইয়ের পর অযোধ্যার বিতর্কিত প্রাঙ্গনে রাম মন্দির তৈরির অনুমতি দেয় আদালত। রাম মন্দিরকে হাতিয়ার করে বিজেপি ২০২৪এর ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধীরা।

হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পরিদর্শনে মেট্রো রেলের জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের অর্থাৎ গ্রিন লাইনের এক বিরাট অংশ পরিদর্শন করেন। এদিনের এই পরিদর্শনের সময় কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড অর্থাৎ কেএমআরসিএল-এর পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি মেট্রো রেলের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন কলকাতা মেট্রো রেলের শীর্ষ কর্তা হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে পরিদর্শন শুরু করেন। তিনি হুগলি নদীর নিচে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত একটি মেট্রোয় ভ্রমণ করেন। এরই পাশাপাশি তিনি এদিন এসপ্ল্যানেড স্টেশনের সমস্ত যাত্রী সুবিধা এবং কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সমস্ত আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি এই স্টেশনগুলির যাত্রী সুবিধা, ভেন্টিলেশন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেন। কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত বকেয়া কাজ শেষ করার জন্য সকলকে পরামর্শও দেন।

কর্মতীর্থগুলি সমাজবিরোধীদের আখড়া হওয়ার অভিযোগ

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি জেলার কর্মতীর্থগুলি সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে বহু মূল্যবান সামগ্রী। আগাছায়, জঞ্জালে ঢাকা পড়ছে দিনের পর দিন। রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল ওই কর্মতীর্থগুলি। যেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কয়েক বছর আগে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরি করা হয় কর্মতীর্থগুলি, কোনও কাজে আসেনি বলে দাবি। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে কর্মতীর্থগুলি, জমছে আগাছা, রাত হলে সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। বাড়ছে উৎপাত, কাঁচ ভাঙছে, চুরি হচ্ছে নানা জিনিস। যার ফলে ওই কর্মতীর্থ তৈরি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতোর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় ওই কর্মক্ষেত্রগুলি তৈরি করা হয়েছে, কেবলমাত্র কাটমানি খাওয়ার জন্য কর্মতীর্থগুলি তৈরি করা হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি গ্রাম থেকে অনেক দূরে কর্মতীর্থগুলি করা হয়েছে। যেখানে মানুষের সঙ্গে কর্মতীর্থগুলির কোনও সম্পর্ক নেই।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ জানুয়ারি ২০২৪ ১৬ পৌষ ১৪৩০ সোমবার

চোরাগোপ্তা জলাভূমি ভরাট বরদাস্ত নয়, হুঁশিয়ারি মেয়র ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতদিনের মধ্যে সামনে এল ১৫ নম্বর বোরোয় কত জলাভূমি রয়েছে তার রিপোর্ট। এই রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুরসভার ১৫ নম্বর বোরোয় রয়েছে ৪৩২টি পুকুর। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই জলাভূমি ভরাট মামলায় কলকাতা পুরসভাকে জরিমানা করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। গার্ডেনরিচ এলাকায় একাধিক জলাশয় ভরাটের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মেয়রও। এলাকার ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, দ্রুত ওই এলাকার পুকুরের হিসেব বের করতে হবে। সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, কোনওভাবেই চোরাগোপ্তা জলাশয় ভরাট বরদাস্ত করা হবে না।

এদিকে এই পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে একাধিক ক্ষেত্রে অসাধু প্রোমোটারের সঙ্গে পুলিশের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগও সামনে আসে। বাসিন্দারা জানান,

জলাশয় ভরাটের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে গেলেও লাভ হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ জানান, 'পুলিশ যদি অভিযোগ না নেয় স্থানীয় বিধায়কের কাছে যান।'

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, গার্ডেনরিচ এলাকায় এই প্রতিটি পুকুরের প্রেমিসেস নম্বর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো বোজানোর চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধুমাত্র গার্ডেনরিচ এলাকার এই বরো-ই শুধু নয়, এভাবে ধীরে ধীরে কলকাতার প্রতিটি বোরোর পুকুরের হিসেব বের করবে পুরসভা। অসাধু প্রোমোটারদের ঠেকাতে এবার পুকুরের হিসেব নিজের নখদর্পণে রাখবেন মেয়র।

১৫ নম্বর বোরোর জলাভূমি নিয়ে যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৪৩২টা পুকুর আছে বোরো ১৫-তে। তার মধ্যে ৯টা পুকুর আছে ১৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে আছে ১টা পুকুর। ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে আছে ১৩টা পুকুর। ১৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে আছে ২১ টা পুকুর। বোরোর সবচেয়ে বেশি পুকুর রয়েছে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে সেখানে জলাশয়ের সংখ্যা ১৫৬টি।

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম এও জানাতে ভোলেননি যে, বাম আমলে এই বোরোতে সাড়ে চারশো পুকুর বোজানো হয়েছে। তবে জলাশয় ভরাট নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের উদাসীনতাকেই দুষতে দেখা যায় তাঁকে। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, 'পুলিশ দিয়ে পুকুর ভরাট আটকানো যায় না। মানুষকে বুঝতে হবে একটা পুকুর থাকা মানে আমার এলাকায় জীববৈচিত্র্য বজায় আছে। আমি একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশে বাস করছি। যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে এই চেতনা আসবে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারব না।'

বর্ষবরণে শীত উধাও, বুধবারের পর থেকে পরিবর্তন আবহাওয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষবরণে দিনের বেলায় কার্যত শীত উধাও। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীতের কোনও সম্ভাবনাই নেই। কারণ, বাংলাদেশের উপকূলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। এর ফলে পূবালি হাওয়ার দাপট বাড়ছে। কমেছে উত্তর-পশ্চিমি শীতল হাওয়ার প্রভাব। সকাল-সন্ধেয় শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় লাগবে না ঠান্ডা। বুধবারের পর থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা বাড়বে, বাতাসে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। শুক্র ও শনিবার মেঘলা আকাশ। হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা পশ্চিমের জেলাগুলিতে।

এদিকে কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের অনেকটাই উপরে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। শনিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে এক ডিগ্রি

সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৯ থেকে ৯৬ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৭ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের অনেকটাই উপরে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী ৭ দিন আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। সকাল সন্ধ্যায় শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় লাগবে না ঠান্ডা। সকালে হাল্কা-মাঝারি কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। পরে মূলত পরিষ্কার আকাশ। তবে বৃষ্টি ও বরফেই বর্ষবরণ উত্তরবঙ্গে। নতুন বছরের শুরুতে বৃষ্টি ও হালকা তুষারপাতের সামান্য সম্ভাবনা দার্জিলিংয়ে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় হাল্কা বৃষ্টির পূর্বাভাস। হাল্কা তুষারপাত হতে পারে সান্দাকফু সহ দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এর পাহাড়ি এলাকায়। রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে এই বৃষ্টি ও তুষারপাতের প্রবল সম্ভাবনা। সিকিমে তুষারপাতের প্রভাব পড়তে পারে দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়। শনিবার নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, উত্তর-পশ্চিম ভারতে। রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যে আরও এক দফায় হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা সিকিম এবং দার্জিলিংয়ের খুব উঁচু এলাকায়। বাকি উত্তরবঙ্গে শুকনো আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে। হাল্কা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। একই রকম তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েক দিন।

মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ যার ওপর থাকবে তিনি রাস্তায় থাকবেন, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় পাপ্পু সিং গ্রেপ্তার হতেই সাংসদ অর্জুন সিং-কে ক্রমাগত নিশানা করে চলেছেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বলার পর মুখে কুলুপ এঁটেছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধেয় নৈহাটি উৎসবের মঞ্চে যোগ দেওয়ার আগে সাংসদ ও বিধায়ককে নিয়ে নৈহাটিতে বৈঠকে বসার কথা ছিল দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুব্রত বক্সীর। যদিও উক্ত বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। নৈহাটি পুরসভায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর অর্জুন সিং-কে সঙ্গে নিয়ে নৈহাটি উৎসবের মঞ্চে হাজির হন সুব্রত বক্সী। এদিকে রবিবার কাউগাছি-২ পঞ্চায়েতের শ্যামনগর বাসুদেবপুর ধানকল মোড়ে এক রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে সাংসদকে ফের নিশানা করেন জগদ্দলের বিধায়ক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, ওই বৈঠকের বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও খবর ছিল

না। এমনকী ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে দলের তরফে কোনও নির্দেশও ছিল না। তবে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। যদিও বৈঠক কিংবা বিধায়কের আক্রমণ নিয়ে এদিন কিছুই বলতে চাননি সাংসদ অর্জুন সিং। তার দাবি, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী তাঁকে মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন। সাংসদের কথায়, দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে তিনি কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন না। যদিও সাংসদের সাফ জবাব, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সঠিক সময়ে দলই দিয়ে দেবে। সাংসদের কথায়, মমতাকে ব্যানার্জিকে দেখে বাংলায় ভোট হয়। সুতরাং মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ যার ওপর থাকবে তিনি রাস্তায় থাকবেন। আর যার ওপর মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ থাকবে না, তিনি বে-রাস্তা হয়ে যাবেন।

মেট্রোর কাজের জন্য বাইপাসে যানজটের সম্ভাবনা

কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে যাঁরা যাতায়াত করেন এবার তাঁরা ভোগান্তির মুখে পড়তেই পারেন। বাইপাসের বেলেঘাটা লাগোয়া এলাকায় মেট্রোপলিটন ক্রসিং-এ মেট্রোর কাজের জন্য যে যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন, তার জন্যই কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হল আরভিএনএল। তারই জেরে বাড়তে পারে বাইপাসের জ্যাম।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরে যাঁরা যাতায়াত করেন এবার তাঁরা ভোগান্তির মুখে পড়তেই পারেন। বাইপাসের বেলেঘাটা লাগোয়া এলাকায় মেট্রোপলিটন ক্রসিং-এ মেট্রোর কাজের জন্য যে যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন, তার জন্যই কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হল আরভিএনএল। তারই জেরে বাড়তে পারে বাইপাসের জ্যাম।

ইতিপূর্বে রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড-এর তরফে ৪৫ দিনের জন্য মেট্রোর কাজের জন্য এই অংশে বেশ কিছুটা জায়গা ব্যবহারের ছাড়পত্র চাওয়া হয় কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের থেকে। সায়েন্স সিটি থেকে চিংড়িঘাটা যাওয়ার দিকে অরেঞ্জ লাইন অর্থাৎ কবি সুভাষ-বিমানবন্দর লাইনের নির্মাণ কার্যে ১২৫ মিটার একটি গ্যাপ ছিল। মেট্রোপলিটন মোড় সংলগ্ন খালের উপর সেখানে কিছু কাজ সম্পূর্ণ করার কথা। যা হবে ২৮৮ এবং ২৮৯ নম্বর পিলারগুলির কাছে। আর সেই কারণেই ওই অংশের অল্প কিছু জায়গা, ঘেরাটোপ করে যান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, যৌথ ইন্সপেকশন হওয়ার পরে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে যে কবে থেকে এই নির্মাণ কার্য শুরু করা যায়। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই গ্যাপটির এই ১২৫ মিটার সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে চায় রেলওয়ে বিকাশ নিগম লিমিটেড। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই কাজ সম্পূর্ণ হলে কবি সুভাষ-বিমানবন্দর ৩২ কিলোমিটার মেট্রো লাইন তৈরির কাজে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে কলকাতা মেট্রো।

বর্ষবরণের দিনে ভিক্টোরিয়ায় লোকারণ্যে। ছবি: অদিতি সাহা

ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মোহন ভাগবত, দেখা করলেন বিক্রম ঘোষের সঙ্গেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সফরে রবিবার অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। এদিন তিনি যান তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের বাড়িতেও। যা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হলেও সঙ্ঘের মতে এটা রুটিন প্রক্রিয়া।

দু'দিনের সফরে শনিবারই কলকাতায় এসেছেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। শনিবার রাতে রাজ্যের একসময়ের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন সিবিআই অধিকর্তা উপেন বিশ্বাস ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের বাড়ি যান তিনি। রবিবার সাতসকালে তিনি যান ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এর পর সংঘের সমন্বয় বৈঠকেও যোগ দেন ভাগবত। তাতে সংঘের সব শাখার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিজেপি নেতারাও ছিলেন।

ভিক্টরের সঙ্গে বিজেপির পুরনো সম্পর্ক। ১৯৯১-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে

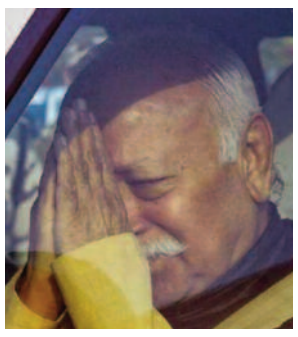

কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন ভিক্টর। তিনিই ছিলেন রাজ্যে বিজেপির প্রথম তারকা প্রার্থী। দীর্ঘ সময় সংঘ পরিবারের সংগঠন 'সংস্কার ভারতী'র রাজ্য সভাপতিও ছিলেন তিনি। মাঝে অবশ্য দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। গত বছরই অভিনেতা পদ্ম সম্মান পেয়েছেন। এদিন ভিক্টরের সঙ্গে দেখা করার আগে তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়ে বিশেষ বার্তা দেন ভাগবত, তাতে ভাগবত লেখেন, 'আরএসএস-এর হয়ে ভিক্টর অভিনেতা ওডিশায় ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মৃতদেহ সরানোর কাজ করেছেন। উত্তরাখণ্ডে ভূমিকম্প এলাকায় গিয়ে যোগ দিয়েছেন উদ্ধারকার্যে'। আরএসএস এবং ভাগবতের প্রশংসা করে বার্তা দেন ভিক্টরও। তাঁর কথায়, 'এই দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এই জন্যই ভারত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এত সমৃদ্ধ এবং গোটা বিশ্বে সমাদৃত'।

লোকসভা ভোটের আবহে সরসঙ্ঘ চালক মোহন ভাগবতের এই সফর ঘিরে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও সংঘ সূত্রের খবর, সংঘপ্রধান কোনও রাজ্যে গেলে সেই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করে থাকেন। এটা রুটিন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে দেখা করাটা সেই রাজ্যে সংঘের আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

আজ থেকে শুরু বিজেপির 'ঘর-ঘর যাত্রা' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-একদিকে যেমন লোকসভা নির্বাচন। ঠিক তেমনই আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে অযোধ্যায় রামমন্দিরের। আর সেই কারণেই একেবারে ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়ল বঙ্গ বিজেপি। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'ঘর ঘর যাত্রা' কর্মসূচি। আর এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁদের লক্ষ্য আরও জনসংযোগ বৃদ্ধি করা।

মূলত আজ থেকেই রাম মন্দির উদ্বোধনকে সামনে রেখে এই প্রচার কর্মসূচি চালাবেন বিজেপির কর্মীরা। অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধনের কথা বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেবেন। সম্প্রতি বিজেপির এক বৈঠকে দলীয় সব কর্মীকে এই 'ঘর ঘর যাত্রা'য় সামিল হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। ভগবান রাম ও অযোধ্যার রাম মন্দিরের মহিমা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচি চালাবে বঙ্গ বিজেপির কর্মীরা। এদিকে বিজেপি শিবির সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, রাম মন্দির উদ্বোধনের পরপরই যেন এ রাজ্যের মানুষ অযোধ্যায় রামমন্দির দর্শন করতে যান, সেই আবেদনও জানানো হবে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানান, 'এই রাম মন্দির দেশের পরিচয় এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেটি পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

এদিকে বিজেপির এই কর্মসূচিকে আমলই দিতে রাজি নয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের তরফ থেকে কটাক্ষ করে বলা হয়, 'রামমন্দির উদ্বোধনকে রাজনৈতিক ইস্যু করতে চাইছে বিজেপি।'

বেহাল বিটি রোডের হাল ফেরার আশায় এলাকাবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

বেহাল কলকাতার রাস্তার হাল। কলকাতার এমন কিছু রাস্তা রয়েছে যেখানে অত্যন্ত সতর্কভাবে গাড়ি না চালালে যে কোনও সময় হতে পারে বিপদ। এমন হাল নজরে আসছে খোদ বিটি রোডের ওপরেই। বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি থেকে শুরু করে বাঙুর অ্যাভিনিউয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে গাড়ি না চালালে যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।

বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি থেকে একটু দূরে পাতিপুকুর মাছ বাজারের কাছে রাস্তার পলেস্তারা উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর গর্ত। এদিকে এটি শহরের একটি ব্যস্ততম রাস্তা। যে পথ দিয়ে চলে একাধিক বাস। চলে পণ্যবোঝাই লরিও। আর এই রাস্তাতেই এত গভীর এক গর্ত তৈরি হওয়ার জেরে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে অত্যন্ত ধীর গতিতে চালাতে হচ্ছে যে কোনও বাহন। যার জেরে তৈরি হচ্ছে যানজট। এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই কলকাতা পুরসভার। কারণ, রাস্তার এমন হাল সম্প্রতি হয়েছে তা কিন্তু নয়। বিটি রোডের

এই বেহাল অবস্থা নজরে এসেছে দুর্গাপুজোর আগে থেকে। এরপর কেটে গেছে তিন-তিনটে মাস। সংশ্লিষ্ট পুরসভায় এই সমস্যা যে জানানো হয়নি তাও নয়। তবে হেলদোল নেই কারও।

রাস্তার এমন বেহাল অবস্থার কারণ সম্পর্কে স্থানীয়দের অভিযোগ একাধিক। শহরের এই ব্যস্ত রাস্তার কোনও পরিচর্যা যে সঠিক ভাবে করা হয় না তা ধরা পড়েছে এলাকাবাসীর কথাতেই। প্রথম যে অভিযোগ তাঁরা জানাচ্ছেন তা হল, রাস্তা সারাইয়ের সময় পিচের পলেস্তারা দেওয়া হলেও তা বেশিক্ষণ থাকে না। কারণ, পিচের এই পলেস্তারা লাগানো হয় নামকে বাস্তে। আগের পলেস্তারা কোথাও উঠে গেলে সেখানে গভীর গর্ত তৈরি করে যে পিচ ঢালা হবে তা করা হয় না। কোনওমতে জোড়াতাপ্পি দিয়েই করা হয় এই রাস্তা সারাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ, খারাপ সামগ্রী দিয়ে রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলে। ফলে একটু বৃষ্টি বা ভারী লরির যাতায়াতে কারণে উঠেছে পিচের চাদর। আর তারই ফলে এমন এক ব্যস্ত রাস্তায় তৈরি হচ্ছে গভীর গর্ত।

এই ঘটনায় স্থানীয়রা এও জানান, অঞ্চলটি কলকাতা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়লেও ওই সড়ক পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন। এদিকে পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য, ওখানে মাঝেমধ্যেই ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইন ফেটে যায়। সেই জলে রাস্তার পিচ উঠে যাচ্ছে। মেরামত করেও লাভ হচ্ছে না। পাল্টা কলকাতা পুরসভার বক্তব্য, পূর্ত দপ্তরকে রাস্তা সারাইয়ের জন্য পিচের বিকল্প ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দুই তরফের এই চাপানউতোরের প্রাণ হাতে এই পথে যাতায়াত করছেন কলকাতাবাসী।

বিটি রোডের ওপর এই পাতিপুকুরের অবস্থা আরও বেহাল হয় বৃষ্টির সময়। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই পাতিপুকুর রেল ব্রিজের তলায় জমে জল। এই জমা জলের গভীরতা এতটাই বেশি যে ছোট চারচাকার গাড়ি তো বটেই বহু ক্ষেত্রে বেসরকারি বাসকেও ডুবে যেতে দেখা গেছে এই জলে। ফলে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই এই ব্রিজের তলা দিয়ে চলে ওয়ান-ওয়ে দিয়ে যাতায়াত। এর ফলে তৈরি হয় যানজট। এই যানজট পার হতে ঠিক কতটা সময় লাগতে পারে তা বোঝা সম্ভব নয় কারও। ফলে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনো একেবারেই আকাশ-কুসুম কল্পনা। এদিকে বহুকালের এই সমস্যার সমাধান হয়নি এখনও। তবে এলাকাবাসীর একাংশের ধারনা, বড় কোনও ঘটনা না ঘটলে টনক নড়বে না পুরসভার। ফলে রাস্তা সারাইয়ের কাজ কবে হবে তা কেউই জানেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত ভরসা সেই ওপরওয়ালাই।

বেপরোয়া গতিতে ফুটপাথে উঠল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালিগঞ্জ: সাতসকালে শহর কলকাতায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছেই বিড়লা মন্দিরের পাশে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জেরে ফুটপাথের উপর উঠে যায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি। গাড়ির গতিবেগ এতটাই বেশি ছিল যে এই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির ভিতরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে এয়ারব্যাগও। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের দিকে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'টি বিলাসবহুল গাড়িতে এদিন একদল যুবক ফিরছিল। বন্ধুর বিয়েতে গড়িয়ায় গিয়েছিল তাঁরা। ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁদের গাড়ি। সূত্রে এ খবরও মিলছে দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়িতে ছিলেন চারজন। গাড়ি চালাচ্ছিল সেই ৪ বন্ধুরই একজন। কোনওভাবে তা গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে রাস্তার ধারে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার প্রতিঘাতে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায় দুধসাদা গাড়িটি। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে দুর্ঘটনার পরই গাড়িতে থাকা দলটি অপর গাড়িতে চেপে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যায়। খবর পেয়ে আসে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেন থানার আধিকারিকেরা।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখার সঙ্গে কি কারণে এই দুর্ঘটনা তাও জানার চেষ্টা চলছে। তীব্র গতির কারণে দুর্ঘটনা কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাড়িতে যে যুবকরা ছিলেন, তাঁদেরই একজনের বাবা সকালে পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তনবির আহমেদ নামে ওই ব্যক্তি পুলিশের কাছে জানান তাঁর ছেলে গড়িয়ায় বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। ছেলে এবং ওর দু'টো বন্ধু ছিল গাড়িতে। গাড়ি অন্য একজন চালাচ্ছিলেন। ওর এক বন্ধুরই গাড়ি। বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। তবে ওদের কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সম্পাদকীয়

পড়ুয়াদের কোচিং-সেন্টার নির্ভরতা দূর না হলে দেশকে অনেক মূল্য দিতে হবে

পড়ুয়ারা আত্মহত্যা করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে কেন; এর সদুত্তর মিলছে না। একটা প্রজন্মের বেশ কয়েক জন মেধাবী, উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কিশোর-কিশোরী বা সদ্য যুবক-যুবতী জীবনের জটিল অঙ্কে প্রবেশের আগেই নিজেকে শেষ করার চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কেন? এর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রবন্ধটি মনখারাপ বাড়িয়ে দেওয়া ও হতাশাক্লিষ্টদের মানসিক চাপ বাড়ানোর টনিক হিসাবে কাজ করবে। ও এ ভাবে মারা গিয়েছে, ও ওই ভাবে; এটা প্রচার করাও এক রকমের প্ররোচনা বটে। কোটা-কে 'সুইসাইড সিটি' তকমা লাগিয়ে প্রবন্ধকার কী বোঝাতে চাইছেন? কোটা পড়ুয়াদের স্বপ্ন গড়ার শহর, সেটাই থাক। একে ভবিষ্যৎ গড়ার শহর হিসাবে প্রচার করা হোক।

প্রতিটি কোচিং সেন্টারে মনোবিদ নিয়োগ ও তাঁদের ক্লাস আবশ্যিক করার সময় হয়েছে। পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকদের বোঝা উচিত, জীবনে সাফল্য অর্জন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। সাফল্য এক অন্তহীন যাত্রাপথ। ইচ্ছাপূরণের নামে সীমাহীন প্রত্যাশার চাপ নয়, কাঙ্ক্ষিত স্ট্রিমে পড়তে সুযোগ না পাওয়ায় জীবন থমকে দাঁড়ায় না বা থেমে থাকে না। ঘুরে দাঁড়ানোর নাম জীবন, আরও কঠিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার নাম সাফল্য।

সাধারণ মানুষের রক্ত ওঠা পরিশ্রমের ফসলে ফুলেফেঁপে ওঠা কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসার সঙ্গে নিট, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোনও বৈধ বা অবৈধ সংযোগ আছে কি না বা শিক্ষাব্যবস্থার কোনও ত্রুটি আছে কি না কিংবা জাতীয় শিক্ষানীতিতে কোনও ফাঁক আছে কি না; তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। এত সরকারি-বেসরকারি স্কুল থাকা সত্ত্বেও অনলাইন ও অফলাইনে বহু পড়ুয়া যে কোচিং সেন্টারের উপর নির্ভরশীল; সেটাই আতঙ্কের। জাতীয় স্তরে এই রোগের চিকিৎসা না হলে দেশকে অনেক মূল্য দিতে হবে।

শাশ্বত কথা

দুইটি একসঙ্গে হয় না

দুইটি জিনিষ একই সঙ্গে হইতে পারে না--ধনদৌলত বিষয়-সম্পত্তি যদি চাও তো তাহাই মিলিবে, আর ভবগবানকে যদি চাও তো ভগবানকে পাইবে, একটিই হইবে। মানুষ কেবলমাত্রত বই পড়িয়া মুখস্থ করিয়া তোতা পাখি হয়, কিন্তু এক বিন্দু প্রেমলাভ করিতে পারিলেই সে ধন্য হয়ে যায়। কাজ করিলে কি হয়? সবই করিয়া যাও আর অন্তরে 'রাধে রাধে' বলিতে থাক। (অর্থাৎ সংসারে নিয়মানুযায়ী সব কাজ করিয়া যাও, আর অন্তরে সকল সময় ভগবানে ভয় রাখিয়া চল। ভগবান সকল সময় সঙ্গে আছেন ও সব দেখিতেছেন-- এই ভাব রাখিয়া সকল সময় মনে মনে নাম করিয়া যাও, তাহা হইলেই কল্যাণ লাভ করিবে।)

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

১৮৯৪ *বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নানা পাটেকারের জন্মদিন।*
১৯৭১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*

শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়ে আসলে যা দিতে চেয়েছিলেন

শান্তনু রায়

কল্পতরু অথবা কল্পবৃক্ষ হল পুরাণ অনুযায়ী এক ইচ্ছাপুরণকারী ঐশ্বরিক গাছ। ইন্দ্রের দেবলোকে পাঁচটি কল্পতরু বা ইচ্ছাপুরণ গাছ ,কল্পতরু পারিজাত মান্দানম সন্তানম এবং হরিচন্দম ছিল বলে কথিত আছে। আধ্যাত্মিক জগতের বিস্ময়কর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা বিশ্বাস করেন যে ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু অবতার রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩৭ বছর আগের ইংরেজী বছর আরম্ভের সেই শুভ দিনটিতে রামকৃষ্ণ তাঁর অনুগামীদের সকল ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।তবে ভক্তদের আশীর্বাদ করে তিনি এও বলেছিলেন— তোমাদের চৈতন্য হোক। গীতায় যে বলা হয়েছে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-সেই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ীই যেন যখন মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও উত্তরণের চরম বাধা উপস্থিত হয় তখন লোকশিক্ষার জন্য ভগবানই অবতাররূপে আবির্ভূত হন। সময়ের দাবিতে এক সময় ধর্মসংস্কারের মাধ্যমে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষায় ভগবানের যেমন আগমন ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যরূপে অনুরূপভাবে আঠারো শতকের শেষার্ধে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের সাথে সাথে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাবল্যের কারণে উনিশ শতকের প্রথম পাদে যখন উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের একাংশের সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাহীনতা আবার একাংশের নাস্তিকতার আবহে সমাজ দিশাহীন তখন সঠিক পথ নির্দেশ দিতেই যেন আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের; আর্নল্ড টয়েনবীর ভাষায়-'দেশের ও যুগের প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ১৮৩৬ এ হুগলি জেলার কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রমণি দেবীর চতুর্থ সন্তান গদাধর হিসেবে।

প্রথাগত শিক্ষার ডিগ্রির অধিকারী না হয়েও দক্ষিনেশ্বর এক সাধারণ পূজারী এই ব্রাহ্মণের সর্বধর্ম সমন্বয়কল্পে আপাত সহজ সরল ভাষ্যে প্রতীত উচ্চারণ 'যত মত তত পথ' তৎকালীন সমাজের 'উচ্চশিক্ষিত'দেরও আপ্লুত ও গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল-তাই সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন আত্মিক দিশায় আশ্রয় নিয়েছিল-প্রণত হয়েছিল সেই ভাবগ্রাহীর চরণতলে। তাঁর সে অমোঘ বাণী হয়ত পথ দেখিয়েছিল সমগ্র বিশ্বকেও। ইতিহাসের যাত্রাপথের সে সময়কাল ১৮৭২। যদিও দক্ষিনেশ্বরে ভবতারিনী মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত রামকৃষ্ণকে প্রথমদিকে অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেননি-উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি তাঁর সাধনমার্গের তাৎপর্য। ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক বিবরন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৫ এর ১৫ই মার্চ যখন বেলঘড়িয়ার এক বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে এগার বছর পর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটছে তখনও অতি সাধারণ বেশভূষায় রামকৃষ্ণের চালচলন ও কথাবার্তায় প্রাথমিকভাবে তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন তখন সকলেই অনুধাবন করতে পারলেন যে 'তিনি সাধারণ কেউ নন'। ওই সাক্ষাতের দিন কয়েক পরে ২৮শে মার্চ 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় 'জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী' (এ্যা হিন্দু সেইন্ট) শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবশালী নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জগত সমক্ষে তুলে ধরলেন। কিন্তু সারাজীবন লোকশিক্ষার জন্য কথামৃত অকাতর বিতরণ ও অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনায় চমৎকৃত বিমুগ্ধ ও ভক্তি করে শেষজীবনে গলায় দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের কয়েকমাস খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেজন্য তাঁকে দক্ষিনেশ্বর থেকে এনে প্রথমে বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে পরে শ্যামপুকুর ও সর্বশষে কাশীপুর উদানবাটীতে রেখে সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ পয়লা জানুয়ারী একটু সুস্থ বোধ করায় রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানবাড়ির বাগানে হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। সে সময় সঙ্গে থাকা গিরিশ ঘোষকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন-তোমার কী মনে হয় আমি কে? গিরিশ ঘোষ উত্তরে বললেন যে তাঁর বিশ্বাস যে রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবকল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার। রামকৃষ্ণ বললেন-আমি আর কী বলব— তোমাদের চৈতন্য হোক। এই বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে উপস্থিত তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে স্পর্শ করেন। তাঁর সেই অদ্ভুত ঐশ্বরিক স্পর্শে সেদিন প্রত্যেকের এক আধ্যাত্মিক অনুভুতি হয়েছিল। অন্যতম শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত ঘটনাটির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন সেইদিন রামকৃষ্ণ হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কল্পতরুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই দিনটির নামকরণ করেছিলেন কল্পতরু দিবস হিসেবে।সেই থেকে এই দিন রামকৃষ্ণ অনুগামীরা এই দিনটিতে ঠাকুরের বিশেষ উৎসব কল্পতরু হিসেবে গুরুত্ব সহকারে উদযাপন করে আসছেন। সাধারণ মানুষেরও বিশ্বাস এই দিনটিতে ঠাকুরের পুজা অর্চনার মাধ্যমে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই আকুতিতেই এদিন দক্ষিনেশ্বর বেলুড়মঠ এবং কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভক্তবৃন্দের এত সমাগম ঘটে প্রতিবছর। এই উৎসব হচ্ছে ইচ্ছে পূরণের উৎসব। এর মাত্র কয়েকমাস পরে ১৮৮৬সালের ১৬ই আগস্ট মহা প্রয়াণ ঘটেছিল এই মহাপ্রাণের এই একই আবাসে যেখানে বছরের প্রথম দিবসে তিনি দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৬র ১লা জানুয়ারীর উল্লেখ করে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন — দিনটি আমাদের সকলের পক্ষে পবিত্র দিন। এদিন আমাদের গুরু কল্পতরু হয়েছিলেন কাশীপুর বাগানবাড়িতে।

প্রসঙ্গত রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত ইওরোপীয়দের মধ্যে স্কটিশ চার্চ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মনস্বী অধ্যাপক উইলিয়ম হেস্টি'র উপলব্ধি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যায় ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর 'এক্সকারশন' কবিতা পড়াতে গিয়ে 'ট্রান্স' (সমাধি) শব্দটি ব্যাখ্যা করার সময় তিনি ছাত্রদের নাকি বলেছিলেন যে তারা যদি এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে চায় তবে তাদেরকে যেতে হবে দক্ষিনেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭২ এই সতেরো বছর রামকৃষ্ণের কঠোর কৃচ্ছসাধন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রণালীর অধ্যয়ন ও সাধনার যুগ । এই সময়কালে তিনি যেমন ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রসাধনা ও দ্বৈতিক সন্ন্যাসী তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তেমনই সুফী মুসলমান গোবিন্দ রায় (ওয়াজেদ আলীখাঁ)এর কাছে ইসলাম ধর্ম এবং বাইবেল পাঠ করে খ্রীষ্টধর্ম চর্চা ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এভাবে ধর্মীয় সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ১৮৭২ নাগাদ ঘোষণা করলেন — যত মত তত পথ। আজ চারদিকে কার্যকারণহীন অসহিষ্ণুতা সংঘাতের আবহ। অথচ দেড়শতাধিক বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের এ বক্তব্যে যেন এ দেশের ধর্মচেতনার এই বহুত্ত্ববাদ রূপই — সহনশীলতার মর্মবানী সারাবিশ্বে ধ্বনিত হয়েছে। ১৯৩৭ এর ৮ই মার্চ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মস্মমেলনে পৌরহিত্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — আমি পরমহংস দেবকে শ্রদ্ধা করি তার কারন ধর্মীয় শুষ্ক নাস্তিকতার যুগে আমাদের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সত্য তিনি স্বীয় উপলব্ধির দ্বারা প্রমাণ করলেন ,তার কারণ তাঁর আত্মার বিশালত্ব আপাতবিরোধী সাধনপ্রণালীগুলিকে ধারণ করতে পেরেছিল।

অনেকের মতে ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই যে নিসন্দেহে হিন্দু ধর্ম তুলনামূলকভাবে অনেক কম রেজিমেন্টেড। সেজন্যই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক অতি সাধারন (?) পূজারী ব্রাহ্মনও বিশ্বমানবতাবাদে নিজের বিশ্বাস সহজসরল ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন এই বলে যে ,যতমত ততপথ। এভাবেই নতুন কোন ধর্মের প্রবর্তন না করে ভারতের সনাতন ধর্মকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিক আগ্রাসী সভ্যতার হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে। কোন বিরোধ,বিদ্বেষ নয় কোন ঘৃণা সংঘাত বিতর্ক নয় — ধ্বংস নয়, শক্তির উদ্বোধন কেবল প্রেম ও ত্যাগের মন্ত্রে।

প্রসঙ্গত প্রাচ্যের এই পরমপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভুতির জ্ঞাপনে যেন ভারতের চিরন্তন বাণীই অনুরনিত হয়েছ আবিশ্বে যা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে প্রতীচ্যের বিশিষ্ট মনীষারও। অনেকে মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণই ভারতীয় ধর্মসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁকে বাঙালি রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান অবদানকারী হিসেবেও গণ্য করা হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনিষীরা ছাড়াও রামকৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন মাক্সমুলার থেকে আরম্ভ করে, রোমাঁ রোলাঁ, ইশারউড, তলস্তয় প্রমুখ বিদেশি পণ্ডিতজনেরাও — এমনকী কমিউনিস্ট চিন ও সোভিয়েত রাশিয়ায়ও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রগতিবাদী মুক্তিকামী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জনকল্যান অভিমুখী দর্শন মনোযোগ আকর্ষন করতে সমর্থ হয়েছে মার্কসবাদের অনুগামীদেরও। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনার বহুত্ত্ববাদ রূপেরই এক অনুধ্যান যেন রূপ লাভ করল অর্থবহ পংক্তিগুলিতে এভাবে —

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা;/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।।/তোমার জীবনের লীলাপথে; /নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।।'

পরিশেষে, সেই মহাসাধক চেয়েছিলেন আমাদের চৈতন্য হোক। তাঁর সে বাণীর আত্মোপলব্ধিতে আমাদের অন্তর আলোকিত হোক আজকের এ পুণ্য দিবসে।

> দক্ষিনেশ্বরে ভবতারিনী মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত রামকৃষ্ণকে প্রথমদিকে অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেননি-উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি তাঁর সাধনমার্গের তাৎপর্য। ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের এক বিবরন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৭৫ এর ১৫ই মার্চ যখন বেলঘড়িয়ার এক বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে এগার বছর পর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটছে তখনও অতি সাধারণ বেশভূষায় রামকৃষ্ণের চালচলন ও কথাবার্তায় প্রাথমিকভাবে তাঁদের মনে কোন রেখাপাত করেনি কিন্তু যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রামকৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন তখন সকলেই অনুধাবন করতে পারলেন যে 'তিনি সাধারণ কেউ নন'। ওই সাক্ষাতের দিন কয়েক পরে ২৮শে মার্চ 'দ্য ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় 'জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী' (এ্যা হিন্দু সেইন্ট) শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবশালী নেতা কেশবচন্দ্র সেন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য জগত সমক্ষে তুলে ধরলেন। কিন্তু সারাজীবন লোকশিক্ষার জন্য কথামৃত অকাতর বিতরণ ও অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনায় চমৎকৃত বিমুগ্ধ ও ভক্তি করে শেষজীবনে গলায় দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের কয়েকমাস খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেজন্য তাঁকে দক্ষিনেশ্বর থেকে এনে প্রথমে বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে পরে শ্যামপুকুর ও সর্বশষে কাশীপুর উদানবাটীতে রেখে সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ পয়লা জানুয়ারী একটু সুস্থ বোধ করায় রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানবাড়ির বাগানে হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। সে সময় সঙ্গে থাকা গিরিশ ঘোষকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন-তোমার কী মনে হয় আমি কে? গিরিশ ঘোষ উত্তরে বললেন যে তাঁর বিশ্বাস যে রামকৃষ্ণ পরমহংস মানবকল্যাণের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বরের অবতার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দাদা-বউদিকে মারের অভিযোগে মন্তেশ্বরে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: পারিবারিক অশান্তির জেরে দাদা-বউদিকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সকালে মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিংহালি গ্রামে।

ঘটনার সূত্রপাত বাড়ির নিকাশিনালা থেকে জল যাওয়া নিয়ে। জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বর থানায় কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার তরুণ হাজরা তাঁর বাড়িতে জল নিকাশি নিয়ে এদিন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। নিজের বাবা সুশান্ত হাজরার ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিকাশি নালার কাছে নিয়ে যান বলে দাবি। অভিযোগ, দেওরের এমন রূপ দেখে সুশান্তবাবুর বড় বউমা শ্রীমতি হাজরা প্রতিবাদ করলে, তাঁর ওপর চড়াও হন ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার। বড় বউমা এবং বড় ছেলে মৃণাল হাজরাকে বটির বাট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

তাই দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে তরুণ হাজরা প্রাণভয়ে দৌড়ে থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন বলে দাবি। মন্তেশ্বর থানার এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে গ্রেপ্তার করে রবিবার কালনা আদালতে পেশ করলে, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে আহত শ্রীমতি হাজরাকে ও মৃণাল হাজরাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পটাশপুরের বিধায়ককে নোটিস আয়কর দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: এবার আয়কর দপ্তরের আতশ কাঁচের তলায় পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়ক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সভাধিপতি তথা পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়ক উত্তম বারিককে নোটিস পাঠাল আয়কর দপ্তর।

সূত্রের খবর, বিধায়কের আয়কর রিটার্ন সংক্রান্ত বিষয়ে গরমিল পাওয়া গিয়েছে। সেই কারণে তাঁকে তলব করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আইটি রিটার্ন সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু হিসেবে গরমিল রয়েছে। গত তিন বছর ধরে নির্দিষ্ট আয়কর রিটার্ন জমা দেননি বলে খবর। ফলত, তাঁকে সশরীরে আয়কর দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। তিনি নিজে না উপস্থিত থাকতে পারলে, আইনজীবী মারফত আয়কর সংক্রান্ত নথি জমা দিতে পারবেন। আগামী ৮ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় কলকাতা আয়কর ভবনে হাজির হওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে বিধায়ককে।

জানা গিয়েছে, বিধায়কের আয়ের সূত্র, কোনও ব্যবসা রয়েছে কিনা, যদি থাকে তা হলে কীসের ব্যবসা, সেখান থেকে কী রকম আয় হয়, এরকম একাধিক তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। বিধায়ক উত্তম বারিকের দাবি, 'সময় মতো আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছে। তবু আয়কর দপ্তরের নোটিস অনুযায়ী আমার ইনকাম ট্যাক্স হিসাবরক্ষক সমস্ত নথি জমা দেবেন।'

পুণ্যার্থীদের ঢল জয়রামবাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বছর শেষে অসংখ্য পুণ্যার্থীদের ঢল নামল মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটিতে।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম পীঠস্থান হল জগত জননী মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটি। সারা বছরই পুণ্য লাভের আশায় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পর্যটকের দেখা মেলে এই মাতৃ মন্দিরে। বছরের শেষে এক অন্য চিত্র ধরা পড়ল মাতৃমন্দিরে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পর্যটক ভিড় জমিয়েছে মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটিতে। কেউ এসেছে কলকাতা থেকে তো কেউ এসেছে সুদূর আসানসোল থেকে। সবার যেন উদ্দেশ্য একটাই, নতুন বছরের সুখ এবং সমৃদ্ধি নেমে আসুক সকলের জীবনে।

বালুরঘাট-শিয়ালদহ স্পেশালের উদ্বোধনী যাত্রা

যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে **বালুরঘাট** ও **শিয়ালদহ**-এর মধ্যে একটি নতুন ট্রেন চালু হবে। **শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব**, মাননীয় মন্ত্রী, রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ০১.০১.২০২৪ তারিখে এই পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করবেন। তদনুযায়ী একটি উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন তথা **০৩১৮২ বালুরঘাট-শিয়ালদহ** উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী) **বালুরঘাট থেকে ০১.০১.২০২৪ (সোমবার) তারিখে বেলা ১২টায়** যাত্রা শুরু করবে। উদ্বোধনী স্পেশালের সময়সূচি ও স্টপেজ নিম্নরূপঃ

স্টেশনের নাম	০৩১৮২ বালুরঘাট-শিয়ালদহ উদ্বোধনী স্পেশাল (একমুখী)	
	পৌঁছাবে	ছাড়বে
বালুরঘাট	-	**১২.০০ ঘন্টা**
রামপুর	১২.১৮ ঘন্টা	১২.২০ ঘন্টা
গঙ্গা রামপুর	১২.৩৩ ঘন্টা	১২.৩৫ ঘন্টা
বুনিয়াদপুর	১২.৪৮ ঘন্টা	১২.৫০ ঘন্টা
গাজোল	১৩.৩৮ ঘন্টা	১৩.৪০ ঘন্টা
একলাখী	১৪.০০ ঘন্টা	১৪.০২ ঘন্টা
মালদা টাউন	১৪.৪০ ঘন্টা	১৪.৫০ ঘন্টা
নিউ ফরাক্কা	১৫.২৩ ঘন্টা	১৫.২৫ ঘন্টা
জঙ্গীপুর রোড	১৬.১৫ ঘন্টা	১৬.১৭ ঘন্টা
আজিমগঞ্জ	১৭.১৫ ঘন্টা	১৭.২০ ঘন্টা
কাটোয়া	১৮.৩০ ঘন্টা	১৮.৩৫ ঘন্টা
নবদ্বীপধাম	১৯.১৫ ঘন্টা	১৯.২০ ঘন্টা
ব্যান্ডেল	২০.২০ ঘন্টা	২০.২২ ঘন্টা
নৈহাটী	২১.৪৮ ঘন্টা	২১.৫০ ঘন্টা
শিয়ালদহ	**২২.৫০ ঘন্টা**	-

গঠন ঃ এসি ১ম শ্রেণী-১, এসি ২-টিয়ার-১, এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি-২, এসি ৩-টিয়ার-২, স্লীপার শ্রেণী-৪, ২য় শ্রেণী (এলএস)-২, এলএসআরডি-১ ও পাওয়ার কার-১ = ১৪ কোচ

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লোকসভা ভোটে আরামবাগের অন্যতম ইস্যু হতে চলেছে বন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আসন্ন লোকসভা ভোটে অন্যতম ইস্যু হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমার বন্যা। হুগলি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ এলাকা হল আরামবাগ মহকুমা। প্রায় প্রতি বছরই এই মহকুমার ছ'টি ব্লক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০২১ সালে ভয়াবহ বন্যার পর আবারও ২০২৩ সালে আরামবাগ মহকুমার ছ'টি ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় খানাকুল এক ও দু' নম্বর ব্লক। বন্যা এলেই শাসক ও বিরোধী দলের নেতাদের প্রতিশ্রুতি দিতে দেখা যায়। কিন্তু অসহায় বন্যা দুর্গত মানুষদের সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ থেকেই যায়। আবার ২০২৪ সালে লোকসভা ভোট। এই ভোটেও বড়ো ইস্যু হতে চলেছে আরামবাগের বন্যা। ইতিমধ্যে ময়দানে নেমে পড়ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। তবে আরামবাগের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার আরামবাগ মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু করে। দু'টি পর্যায়ে কাজে দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও

রূপনারায়ণের নদীবাঁধ সংস্কার ও মজুত বাঁধ তৈরির কাজ হয়। এই সব নদীগুলির সঙ্গে যে সব খাল যুক্ত সেইগুলিকেও সংস্কার করা হয়। যার ফলে ২০২৩ সালে আরামবাগের নিচু এলাকা ছাড়া অন্য কোনও জায়গা প্লাবিত হয়নি। তবে বিজেপি বাঁধ সংস্কারের কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে এবং রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে আরামবাগের বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়নি বলে অভিযোগ করে।

উল্লেখ্য, এই বছর খানাকুলের বেশ কয়েকটি এলাকা একেবারে জলের তলায় চলে যায়। ঘর বন্দি হয় কয়েকশো পরিবার। ডিভিসির ছাড়া জল ও টানা বৃষ্টির ফলেই খানাকুলের বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। বিশেষ করে খানাকুলের মাড়োখানা, নন্দনপুর, জগৎপুর, পোল, চিংড়া, নতিবপুর সহ কয়েকটি এলাকা যেন আস্ত একটা দ্বীপে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের দাবি, 'ডিভিসি কোনও আলোচনা ছাড়াই জল ছেড়ে আরামবাগে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ম্যান মেড বন্যার সৃষ্টি করা হয়। আমরা আরামবাগ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করে বন্যা প্রতিরোধের চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্লান বাস্তবায়িত না করায় প্রতি বছর বন্যা হচ্ছে। তবে আমরা বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে আছি।'

অপরদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ দাবি করেন, 'তৃণমূল সব জায়গায় দুর্নীতি করেছে। নদীবাঁধ সংস্কার সে ভাবে হয়নি। দায়সারা কাজ হয়েছে। তাই বন্যা হচ্ছে। আমরা ক্ষমতায় এলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হবে এবং আরামবাগ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে।' সবমিলিয়ে এখন দেখার আসন্ন লোকসভা ভোটে বন্যা কবলিত আরামবাগের মানুষ সবদিক বিবেচনা করে কোন রাজনৈতিক দলকে আশীর্বাদ করে।

টায়ার জ্বালিয়ে, গুঁড়ি ফেলে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভ ডানকুনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: কেন্দ্রের নয়া পরিবহণ আইনের প্রতিবাদে ট্রাক চালকদের বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ডানকুনিতে। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় একাধিক বাস, প্রাইভেট কার। পুলিশের তরফে উদ্যোগ নিতে দেরি হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় গাড়িতে আটকে থাকার পর অনেক যাত্রীকে হেঁটে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যেতেও দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের নয়া পরিবহণ নীতিতে 'হিট অ্যান্ড রানে'র ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাতে অভিযুক্ত চালকের ১০ বছরের জেল ও সাত লক্ষ টাকা জরিমানা হবে শাস্তিস্বরূপ। আগে এই অভিযোগে জামিনযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হত। অভিযুক্ত চালক তদন্তে সহযোগিতা করলে বিশেষ ছাড়ও দেওয়া হত। কিন্তু এখন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হবে। দুর্ঘটনার প্রবণতা কমাতেই এই ধরনের উদ্যোগ কেন্দ্রের।

কিন্তু কেন্দ্রের এই নয়া পরিবহণ আইনের প্রতিবাদে রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে ডানকুনিতে ট্রাক চালকরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। হাজার হাজার ট্রাক চালক রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ ধরে আটকে থাকে বহু গাড়ি। বেলা ১টার কিছু সময় আগে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। প্রথমে ট্রাক চালকদের অবরোধ তুলে নিতে বলে। কিন্তু ট্রাক চালকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। লাঠিচার্জ শুরু করে বিক্ষোভ তুলে দেয় পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ।

মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও কেন্দ্রের আইনের বিরোধিতা করে জানান, কেন্দ্রের এই আইন স্বৈরাচারী অত্যাচার। আইনের মাধ্যমেই অত্যাচার। আইনে রয়েছে হিট অ্যান্ড রানের ক্ষেত্রে চালকদের ১০ বছরের সাজা ও সাত লক্ষ টাকার জরিমানা। দেশে যে আইন রয়েছে, তা মানুষের জন্যই। কিন্তু সেই আইনকে সমর্থন করি না, যাতে মানুষের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। রোড সেফটির জন্য আমরাও প্রচুর কিছু করেছি। যাতে দুর্ঘটনা কমে। কেবল বড় বড় শাস্তি দিয়ে দিলাম, তা হলেই সব হয়ে গেল, তেমনটা নয়।'

অণ্ডালে ট্র্যাফিক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রবিবার অণ্ডাল ট্র্যাফিক গার্ড পুলিশের পক্ষ থেকে উখড়া এলাকায় ট্র্যাফিক সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়। ট্র্যাফিক পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার ছাড়াও এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন অণ্ডাল ট্র্যাফিক গার্ড থানার ওসি এমডি আলি। শংকরপুর মোড়, বাজপাই মোড়, স্কুল মোড়, নতুন হাটতলা এলাকায় পথচলতি বাইক চালকদের দাঁড় করিয়ে তাঁদের ট্র্যাফিক সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়। পাশাপাশি চালকদের পরামর্শ দেওয়া হয় হেলমেট পড়ে ও ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে বাইক চালানোর। বাইক চালক ও পথচলতি যাত্রীদের ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে গোলাপ ফুল, চকলেট ও ট্র্যাফিক নিয়ম সম্মিলিত হ্যান্ডবিল দেওয়া হয়। ট্র্যাফিক ওসি এমডি আলি জানান, আজ ৩১ ডিসেম্বর আর আগামিকাল ১ জানুয়ারি, এই দু'দিন রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানোর প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তাই রবিবার ও সোমবার ট্র্যাফিক সচেতনতা কর্মসূচিতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯। **CIN: L65993WB1979PLC032394**
ফোন: ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ফ্যাক্স নং: ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ইমেল: info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-তে শেয়ার হস্তান্তর আইইপিএফ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ সংশোধিতমতো -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪(৬) এবং ১২৫ ধারা ও সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ অনুযায়ী।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ এবং কোম্পানির অনুরূপ ইক্যুইটি শেয়ার সম্পর্কে যেগুলির লভ্যাংশের উপযুক্ততা ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা উপর্যুপর সাত বছর দাবিবিহীনভাবে থেকে গেছে সেগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড, কেন্দ্রীয় সরকার -তে ৩০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্টের আইডি নম্বর কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com-তে 'Investors' section অধীন। এতদ্সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পৃথক পৃথক পত্রও প্রেরিত হয়েছে কোম্পানিতে নথিভুক্ত তাঁদের ঠিকানায়।

উপরিবর্ণিত সদস্যরা উপরোক্ত সম্পর্কে তাঁদের দাবি কোম্পানির কাছে পেশ করতে পারেন তার রেজিস্টার্ড অফিস কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯ ঠিকানায়। কোম্পানি ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি না পেলে, আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে আইইপিএফ-তে ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার হস্তান্তর করবে।

এই বিষয়ে আরও তথ্যের বা দাবি না করা লভ্যাংশের দাবির জন্য কোম্পানির সদস্যরা ইমেল করতে পারেন কোম্পানি সেক্রেটারিকে investor@ludlowjute.com -তে বা ফোন করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স এমসিএ শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঃ-কে টেলিফোন নম্বরে (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২/৫৩ -তে বা তাঁদের ইমেল করে mcssta@rediffmail.com -তে

বোর্ডের আদেশক্রমে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.১২.২০২৩

এসবিআই হরিণখোলা ব্রাঞ্চ (০৯০৩৩)

গ্রাম এবং পোস্ট - হরিণখোলা, থানা - আরামবাগ, জেলা-হুগলি-৭১২৪১৫
ফোন নং - ০৩২১১-২৫৫৬৬৬, ইমেল - sbi.09033@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 11832195616 (CC), 40243491469 (FITL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **১০.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মা কালী এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা-শ্রী বাপ্পা দিত্য ঘোষ,** পিতা দিলীপ কুমার ঘোষ, গ্রাম এবং পোস্ট - দক্ষিণ রসুলপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১৩ **জামিনদাতা শ্রী সন্টু ঘোষ** পিতা দিলীপ কুমার ঘোষ, গ্রাম এবং পোস্ট - দক্ষিণ রসুলপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১৩ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৯৯,৮৩৭.০০ টাকা (পাঁচ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ০৯.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩০ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হরিণখোলা,** নিকট বকেয়া **৫,৯৯,৮৩৭.০০ টাকা (পাঁচ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ০৯.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান পরিমাণ আনুমানিক ২৪৯ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- দক্ষিণ রসুলপুর, জেএল নং ১৩২, এলআর খতিয়ান নং ১১০৯ এবং ১১১০, আরএস খতিয়ান নং ৭৯, এলআর দাগ নং ১৭৩২, হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, দলিল নং : ১-০৩৩৬৪, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬৫, পৃষ্ঠা ৩৮৩ থেকে ৩৯০-২০০৫ সালের, এডিএসআরও- আরামবাগ, হুগলি।
সম্পত্তি **শ্রী বাপ্পাদিত্য ঘোষ এবং শ্রী সন্টু ঘোষ** উভয়ের পিতা শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : হাই ড্রেন এবং পুরানো বেনারস রোড, **দক্ষিণে :** উত্তম মালের খালি জমি, **পূর্বে :** গোপাল চন্দ্র পাল এবং গৌরী শঙ্কর পালের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** শেখ আবু জারজিস এর গ্যারাজ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ৩০.১২.২০২৩, স্থান - হরিণখোলা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভিয়ম ইনফ্রা ভেঞ্চারস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)

CIN : U35203TG2007PLC057400
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
যোগাযোগ : +৯৮৭৪০৪৪০০০, ইমেল : jitujohia@knjainco.com/cirp.vivl@gmail.com

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : এনএসি ক্যাম্পাস, এনএসি রোড, সাইবেরাবাদ, কোন্ডাপুর (পোস্ট) হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা - ৫০০০৮৪, **কর্পোরেট অফিস :** প্লট নং X-1, ২ এবং ৩, ব্লক ইপি স্কেটর - V একতলা সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯১ **লিকুইডেটরের ঠিকানা :** ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ভিয়ম ইনফ্রা ভেঞ্চারস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ) ('কোম্পানি') এর বিক্রির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে যা **একটি চালু সংস্থা** হিসেবে বিক্রি করা হবে (নগদ, ফিক্সড ডিপোজিট, মেয়াদ বাদে আমানত এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, এড়িয়ে চলা লেনদেন এবং আরবিট্রেশন কেস, ব্লক এফ এবং জি অনুযায়ী) রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুসারে বা আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী পার্সেলে সম্পদের সেট হিসাবে, (১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) ব্লক বি থেকে ই এবং/বা (এড়িয়ে যাওয়া) অনুযায়ী মোটর যান, ইক্যুইটি শেয়ার এবং শেয়ার ওয়ারেন্ট সমন্বিত, যেখানে আছে, যেমন আছে, যা আছে, এবং অবলম্বন ছাড়াই লেনদেন পুনরুদ্ধার এবং আরবিট্রেশন কেস, ব্লক এফ এবং জি রেগুলেশন ৩৩ এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং ই-এর মাধ্যমে সাতটি (৭) ব্লকে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর তফসিল আই অনুসারে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
এ	কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা চালু সংস্থা হিসেবে ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে (১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) নির্ধারিত উল্লিখিত সম্পদ ব্যতীত			
	ভিয়ম ইনফ্রা ভেন্টিরেস লিমিটেড চালু সংস্থা হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে, যেখানে যে অবস্থায় আছে, 'যেখানে যা আছে এবং কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' অনুযায়ী বিক্রি করা হবে-নগদ, স্থায়ী আমানত, মেয়াদি আমানদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত, অ্যাভোয়েডেন্স ট্রানজ্যাকশন এবং আর্বিটেশন মামলা ব্লক এফ এবং জি অনুযায়ী ব্যতীত	১২,৮৮,৫৮,১৯৭.০০ টাকা	১,২৮,৮৫,৯০০.০০ টাকা	৫ লাখ টাকা
বি	**পার্সেলস-সম্পদ শেয়ার ওয়ারেন্টস**			
	এমআইএল ভেহিকেলস অ্যান্ড টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর শেয়ার ওয়ারেন্টস সমূহ, CIN : U74899DL1986PTC024242	৭,৪৮,৬৮,৬৩৭.০০ টাকা	৭৪,৮৬,৮৬৪.০০ টাকা	৫ লাখ টাকা
সি	**সম্পদ-মোটর ভেহিকেল**			
	টোয়োটা ইনোভা কার (WB08 7285)	৩,৬৫,০০০.০০ টাকা	৩৬,৫০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
ডি	**পার্সেল-সম্পদ ইক্যুইটি শেয়ার-অশ্বথ কুইপো ইনফ্রা প্রোজেক্ট প্রা. লি.**			
	(২১,৭১৮টি প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী		৫,০০,০০০ টাকা	১ লাখ টাকা
ই	**পার্সেল-সম্পদ ইক্যুইটি শেয়ার-এনএসি কুইপো ইক্যুইপমেন্ট প্রা. লি.**			
	(১,২০,০০,০০০ টি প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) মোট শেয়ারহোল্ডিংয়ের ৮০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী		৫,০০,০০০ টাকা	১ লাখ টাকা
এফ	**পার্সেল-সম্পদ-অগ্রাহ্যকারী লেনদেন থেকে**			
	অগ্রাহ্যকারী লেনদেন থেকে আদায়-সংশ্লিষ্ট আবেদন ২০১৬ সালের আইবিসি কোড-এর ধারা ৪৩, ৪৫, ৪৯ এবং ৫০ অধীনে দাখিলকৃত এনসিএলটি হায়দ্রাবাদ বেঞ্চ সমীপে ৩০৯.৩৭ কোটি টাকার জন্য। অবস্থান : শুনানি অব্যাহত আছে।		২৫,০০,০০০.০০ টাকা	৫ লাখ টাকা
জি	**পার্সেল-সম্পদ আব্রিট্রেশন অ্যাওয়ার্ড থেকে আদায়যোগ্য**			
	আব্রিট্রেশন মামলা সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম : এ২জেড ইনফ্রাসার্ভিসেস লি., মামলার তারিখ ৮ জানুয়ারি ২১, মামলার ধরন সিডি কর্তৃক আব্রিট্রেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, দাবিকৃত পরিমাণ সিডি কর্তৃক : **১০৫.০০ কোটি টাকা,** অবস্থান : শুনানি অব্যাহত		২৫,০০,০০০.০০ টাকা	৫ লাখ টাকা

নিলাম প্রক্রিয়ার নোট :
১. ব্লক এফ এবং জি অনুযায়ী সম্পদ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ cirp.vivl@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে অনুরোধ করা যেতে পারে। ডি থেকে জি পর্যন্ত সম্পদের ব্লকের জন্য ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্য বরাদ্দ করা হবে না। আগ্রহী দরদাতারা প্রতিটি ব্লকের বিপরীতে উল্লিখিত ন্যূনতম ইএমডি পরিমাণের সাথে তাদের দর দিতে পারেন। আগ্রহী দরদাতাগণ সংশ্লিষ্টর জন্য ন্যূনতম ইএমডি পরিমাণ প্রত্যেকটি ব্লকের জন্য উল্লিখিত মতে সহ। ডাক পরিমাণ গৃহীত, অনুমোদিত এবং ঘোষিত হবে সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে ব্লক ডি থেকে জি সম্পদের জন্য, স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটি (এসসিসি) এর অনুমোদন সাপেক্ষে হবে এবং লিকুইডেটর এবং/অথবা স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কমিটি(এসসিসি) পুনরায় কল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। প্রদত্ত পরিমাণ সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে। দরদাতারা ব্লক এফ এবং জি অনুযায়ী সম্পদ সংক্রান্ত অগ্রিম অর্থপ্রদানের সাথে, পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত ফাইলের মাধ্যমে আলাদাভাবে, ইমেলের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ডাক জমা দিতে পারে, এই ধরনের সম্পদ দখলের জন্য প্রস্তাবের বিশদ শর্তাবলী উল্লেখ করে।
২. এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছাড়া সমস্ত ব্লক একে অপরের থেকে স্বাধীন। দরদাতারা ১টির বেশি ব্লকের জন্য দর দিতে পারেন। যাহোক, ব্লক বি থেকে ই পর্যন্ত সম্পদের নিলাম বাতিল/স্থগিত হতে পারে যদি ব্লক এ-এর অধীনে ডাক গৃহীত হয়।
৩. ব্লক এ, এফ এবং জি-এর জন্য প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ নিলামের তারিখ এবং সময় ৩১.০১.২০২৪ সকাল ১০.৩০টায় ব্লকবি থেকে ই-পরে ব্লকএ-এর অধীনে নিলামের সমাপ্তি, অথবা ব্লকের জন্য নিলাম স্থগিত না হলে।
৪. যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭.০১.২০২৪।
৫. সাইট পরিদর্শন, যথাযথ পরিশ্রম এবং নিলামের অধীনে সম্পদ পরিদর্শনের শেষ তারিখ হল ২৫.০১.২০২৪।
৬. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯.০১.২০২৪ সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে।
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের তাদের আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার এবং অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, ঘোষণার শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিগুলি পড়ার পরে এবং তাতে সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দরদাতা এবং সম্পদ বিবরণ ইওআই ডকুমেন্ট ইমেইল cirp.vivl@gmail.com এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

স্বা/-
সিএ জিতেন্দ্র লোহিয়া-লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA/P00170/2017-18/10339
এএফএ নং AA1/10339/02/101224/106527 বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
ই-মেল আইডি : jitulohia@knjainco.com/cirp.vivl@gmail.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৮৭৪০৪৪০০০

তারিখ : ০১.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক

(একটি সরকারী সংস্থা)
Paschim Banga Gramin Bank
(A Government Enterprise)

প্রধান কার্যালয়- নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া , ৭১১১০১
ফোন নং- ২৬৬৭ -০০৫২ / ৬০৭৮ / ৯৩২৭ ১৯৯৬১, ফ্যাক্স নং- ২৬৬৭ -০০৫১ / ৯৫৮৯
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ই-মেইল: burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য), পরিশিষ্ট- ৪, [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
এক্টের সেকসন ১৩-এর সাব-সেকসন ৮-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতাগনের নাম ও ঠিকানা	শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স ভানুমতি অ্যান্ড সন্স, স্বত্বাধিকারী- নরেন্দ্র নাথ মান,** পিতা- প্রয়াত অজিত কুমার মান, গ্রাম- পিচকুড়ি উকতা, পোস্ট- পিচকুড়ি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার- শ্রী অরবিন্দ মান এবং শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ মান,** উভয়েরই পিতা- প্রয়াত অজিত কুমার মান, গ্রাম-পিচকুড়ি উকতা, পোস্ট- পিচকুড়ি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৮, পশ্চিমবঙ্গ।	**ইলামবাজার শাখা**	জমি ও তথায় থাকা নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- উকতা, জেএল নং- ৭৩, আরএস খতিয়ান নং- ৯৬, এলআর খতিয়ান নং- ১২৩৬, দাগ/প্লট নং- ১৬২৫,১৬২৬ এবং ১৬২৭, এলাকার পরিমাপ- ২.৫০ শতক, জমির প্রকৃতি- বাস্তু, থানা-আউশগ্রামের অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, নরেন্দ্র নাথ মান এর নামে, পিতা-প্রয়াত অজিত কুমার মান, বন্ধকী দলিল নং আই-৩৬৭২ তারিখ-১৭/০৪/২০১৪ এবং আই-৪২৮ তারিখ- ১৯/০২/২০০২, এডিএসআর অফিস গুসকরা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- মা কালী মন্দির, পশ্চিম- পুকুর, উত্তর- ৮ ফুট রোড, দক্ষিণ- খালি এলাকা দ্বারা।	**ক) ২৬.১২.২০২৩ খ) ০৯.০৮.২০২৩ গ) ৭,০২,৬২৯.৫০ টাকা (সাত লক্ষ দুই হাজার ছয়শো উনত্রিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ২০/০৭/২০২৩ অনুযায়ী (৩০/১১/২০২২ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।**
২.	**ঋণগ্রহীতা: মিসেস টুম্পা খাতুন,** স্বামী-মুন্সী সাবির আলি, গ্রাম-ভালকি কাজী পাড়া, পোস্ট- ভালকি, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ১) মুন্সি সাবির আলি,** পিতা- মুন্সী আকবর আলী, গ্রাম-ভালকি কাজী পাড়া, অভিরামপুর, পোস্ট- ভালকি, থানা-আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ, এবং **২) হাবিবা খাতুন,** স্বামী- মরহুম আলী আকবর, গ্রাম-ভালকি কাজী পাড়া, পোস্ট- ভালকি, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ।	**অভিরামপুর শাখা**	জমি ও তথায় থাকা নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-ভালকি, জেএল নং- ৬১, এলআর খতিয়ান নং- ১৬৫৪, দাগ/প্লট নং- এলআর- ৪৯৪৪-এলাকার পরিমাপ- ৭ শতক, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, থানা- আউশগ্রাম এর অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মুন্সী সাবির আলীর নামে সম্পত্তি, ২০১৭ সালের বন্ধকী দলিল নং আই-০২০৯০২৯১০, এডিএসআর অফিস গুসকরা। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- ৯ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত কংক্রিট রাস্তা, পশ্চিম- মহঃ সোলেমানের পুরাতন বাড়ি, উত্তর- ফেলি বিবির বাড়ি, দক্ষিণ- মহঃ সোলেমানের খোলা জমি দ্বারা।	**ক) ৩০.১২.২০২৩ খ) ৩০.০৮.২০২৩ গ) ১০,৩৪,৪৩৫.০০ টাকা (দশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)** ০৫/০৭/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা: মুন্সি সাবির আলি (সাহিল ট্রেডিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী),** পিতা- মুন্সি আকবর আলী, গ্রাম ভালকি কাজী পাড়া, অভিরামপুর, পোস্ট- ভালকি, থানা-আউশগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ । **জামিনদার: ১) মিসেস টুম্পা খাতুন,** স্বামী মুন্সি সাবির আলি, গ্রাম-ভালকি কাজী পাড়া, পোস্ট ভালকি, থানা-আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ, এবং **২) হাবিবা খাতুন,** স্বামী - মরহুম আলী আকবর, গ্রাম ভালকি কাজী পাড়া, পোস্ট- ভালকি, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৪, পশ্চিমবঙ্গ।	**অভিরামপুর শাখা**	জমি ও তথায় থাকা নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- অভিরামপুর, জেএল নং- ১৩২, এলআর খতিয়ান নং- ৯৬১, দাগ/প্লট নং- এলআর- ০৫/২৭৮১এলাকার পরিমাপ - ২ শতক, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, এরাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মুন্সি সাবির আলীর নামে সম্পত্তি, ২০১৫ সালের বন্ধকী দলিল নং আই-৩৯৪৮, এডিএসআর অফিস বর্ধমান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব রামপদ ঘোষ, পশ্চিম- মহঃ সোলেমান, উত্তরে- মহঃ সোলেমান, দক্ষিণ- ১০ ফুট প্রশস্ত কংক্রিট রাস্তা দ্বারা।	**ক) ৩০.১২.২০২৩ খ) ৩০.০৮.২০২৩ গ) ১৪,৫৬,৫০০.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** ০৩/০৭/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ সহ) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ০১.০১.২০২৪, স্থান: বর্ধমান — **অনুমোদিত অফিসার, পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক**

পুকুর ভরাট করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা পানাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পুকুর মাটি ফেলে ভরাট করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পানাগড় বাজারের রাইসমিল রোড সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

রবিবার সকালে পানাগড় বাজারের রাইসমিল রোডে বেআইনি ভাবে ট্রাক্টরে করে একটি পুকুরে মাটি ভরাটের কাজ করছিলেন ওই পুকুরের মালিক। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে মাটি ভরাটের কাজ আটকাতে গেলে পুকুর মালিকের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা শুরু হয়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ট্রাক্টর সহ ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক।

উপপ্রধানের দাবি, ওই পুকুরের ৩ জন মালিক রয়েছেন। সকল মালিককে না জানিয়ে দুর্গাপ্রসাদ নামের ব্যক্তি বেআইনি ভাবে পুকুর ভরাটের কাজ করছিলেন। পুলিশ ৩ জনকে তুলে নিয়ে যায়। এর আগেও মাটি ভরাটের কাজ করার সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বারণ করতে গেলে তাঁর কথা শোনেননি ওই পুকুরের মালিক। কাঁকসা থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও দুর্গাপ্রসাদ নামের ওই ব্যক্তির দাবি, তিনি পুকুরের পাড়ে মাটি ফেলে তা সমান করছিলেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাইসমিল রোডের ওপর দু'টি পুকুর রয়েছে, একটি পুকুর আগেই প্রায় ভরাট করে দিয়েছে ওই পুকুরের মালিক। পাশের একটি পুকুরে ভরাটের কাজ চলছিল। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুকুরে মাটি ভরাটের কাজ আটকে দেন। প্রশাসনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুকুর মালিকরা প্রথমে পুকুরের পাড়ে মাটি ফেলে ভরাট করছেন, পরে সেই পুকুরের পাড় চড়া দামে বিক্রি করে সেখানে দোকান বাড়ি বানিয়ে রাতারাতি গোটা পুকুর ভরাট করে দিচ্ছেন।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর মজবুত সেতু নির্মাণ না হওয়ায় সমস্যায় খানাকুলের কয়েক হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। হুগলির খানাকুল ২ ব্লকের নতিবপুর ২ অঞ্চলের মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর প্রতিবছরই কাঠের পাটাতন, শাল বল্লা ও বাঁশ দিয়ে সেতু নির্মাণ করা হয় এলাকার মানুষের যাতায়াতের জন্য। অভিযোগ, এই বছর কেবলমাত্র বাঁশ দিয়ে সেতু নির্মাণ করায় স্থানীয় প্রধানের হস্তক্ষেপে সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরেই সেতু নির্মাণ বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অস্থায়ীভাবে বাঁশ দিয়ে যাতায়াতের জন্য সেতু নির্মাণ করা হয়েছে যা যাতায়াতের জন্য বিপজ্জনক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার চলছে। অথচ এই সেতুর উপরই ওই এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, বাজার দোকান সহ প্রাত্যাহিক কাজে যাওয়ার জন্য প্রায় ১৫-১৬ টি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। অথচ প্রশাসন এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা। এই বিষয়ে ওই ফেরিঘাটের ডাক পাওয়া সম্রাট পরামানিক নামে এক ব্যক্তি বলেন, এই ফেরিঘাটটি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। প্রতি বছর যেভাবে মজবুত করে সেতু নির্মাণ করা হয় সেই ভাবেই কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু নতিবপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ বন্ধ করে দেন। আমরা যথারীতি প্রশাসনকে জানিয়েছি। এলাকার মানুষের সমস্যা হলেও কিছু করার নেই। অপরদিকে নতিবপুর ২ অঞ্চলের প্রধান সুভাষ হাজরা বলেন, ঘাট মালিক সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট টাকা জমা দেয়নি। তাছাড়া আমরা কাঠের মজবুত সেতু নির্মাণের কথা বলেছিলাম। কিন্তু ঠিকাদার তা না করে বাঁশের সেতু করছে। এতেই আমাদের আপত্তি। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিডিও ও এসডিওকেও জানানো হয়েছে। আগামী ৪ জানুয়ারি এই বিষয়ে একটি প্রতিনিধি দল আসবে বলে জানা গেছে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কীভাবে ব্রিজ তৈরি করা হবে। অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রূপকুমার সাঁতরা বলেন, সেতু যথা সময় তৈরি না হওয়ায় বহু মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসাদাররা সমস্যায় পড়েছেন। প্রশাসনের সব স্তরেই জানানো হয়েছে। যাতে করে দ্রুত সেতু নির্মাণ করা হয়। খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ বলেন, খুব তাড়াতাড়ি ওই সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে।

এই বিষয়ে আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই জানান, স্থানীয় বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে এলাকার মানুষের স্বার্থে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সব মিলিয়ে নদী বেষ্টিত খানাকুলের নতিবপুর ২ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটি মজবুতভাবে নির্মাণ না হওয়ায় সমস্যায় বহু মানুষ।

সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার, বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের সামনে সাংসদের বিরুদ্ধে ছাপানো পোস্টারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি তরজা।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের বিজেপি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের সামনে বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ছাপানো পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। পোস্টারে লেখা টিকিট বিক্রির কাণ্ডারী সৌমিত্র খাঁ দূর হটাও। পোস্টারে লেখা বিষ্ণুপুরের জনগণ বিরোধী সৌমিত্র নিপাত যাক। পোস্টারে সাংসদ সৌমিত্র খাঁর ছবি দিয়ে লেখা ১০

বছরের অবসান চাই সৌমিত্র দালালের বিদায় চাই। সাংসদের জন্য একাধিক পঞ্চায়েত বিধানসভা হাতছাড়া হয়েছে, তাও উল্লেখ রয়েছে পোস্টারে। কে বা কারা দিয়েছে এই পোস্টার তা জানা যায়নি।

তবে পোস্টারে উল্লেখ এটি নিবেদন করা হয়েছে বিষ্ণুপুরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত অনুশাসিত জনগণের তরফ থেকে। রবিবার সকালে সাংসদের বিরুদ্ধে এমন পোস্টার ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, এই পোস্টার তৃণমূলের চক্রান্ত। হেরে যাওয়ার ভয়ে এই সব পোস্টার দিচ্ছে তৃণমূল। তাতে বিজেপির কোনও সমস্যা হবে না। বিষ্ণুপুর লোকসভা বিজেপির হাতে থাকবে বলেও দাবি বিজেপির। তৃণমূলের দাবি, এটা প্রমাণ করছে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোন জায়গায় পৌঁছেছে। বিজেপি সাংসদ কাজ করেননি তাই বিজেপির নিচুতলার কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পোস্টারের মাধ্যমে।

নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষত-বিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তির ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায়। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকদুমগছ গ্রামে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চোপড়া থানার অন্তর্গত দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পরবর্তী সময়ে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চোপড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকদুমগছ গ্রামের বাসিন্দা আবুল হোসেন (৪২) সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন। রাতে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে ফাঁকা মাঠে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ দেখতে পায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কোয়াক ডাক্তারি করা সহ ধর্ম-কর্ম নিয়েই থাকতেন আবুল হোসেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সে রকম কোনও শত্রুতা না থাকলেও সম্ভবত জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই খুন বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। তবে কোনও চরম শত্রুতা না থাকলে এরকম নৃশংসভাবে আবুল হোসেনকে কারা খুন করল। এ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

সিঙ্গুরে সামনের গাড়িকে ধাক্কা এসবিএসটিসি বাসের, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: কলকাতা থেকে বর্ধমানগামী এসবিএসটিসির বাস দুর্ঘটনার কবলে। আহত ৬ ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির সিঙ্গুরের ইন্দ্রখালি এলাকায়।

রবিবার বেলা তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কলকাতা -বর্ধমানগামী বাসটি বেলা ২টো নাগাদ কলকাতা থেকে ছাড়ে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। সিঙ্গুরের ইন্দ্রখালি এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর আচমকাই বাসের সামনে থাকা একটি গাড়ি গতি কমিয়ে দেয়। তাতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসের চালক। পেছনে থাকা সরকারি বাসটি গতি কমালেও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়নি। সামনের গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। গাড়িটির ডানদিকের কাচ ভেঙে যায়। গাড়ির পিছনের অংশও দুমড়ে মুচড়ে যায়।

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে বাসে থাকা প্রায় ৫০ জন যাত্রীরই অল্পবিস্তর চোট লাগে। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের আঘাত গুরুতর। কারও মাথা, কারও কপাল, কারও ঠোঁট ফেটে গিয়েছে। আহত যাত্রীদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকি যাত্রীদের বর্ধমানমুখী অন্য গাড়িতে তুলে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। বাসের চালকের দাবি, 'রাস্তায় একটি গাড়ি হঠাৎই ব্রেক কষে। আমি গাড়ি থামাবার অনেক চেষ্টা করি। তা সত্ত্বেও গাড়িটির পিছনে ধাক্কা লেগে যায়। আমি পুলিশকে বিষয়টা জানিয়েছি।'

বাসের যাত্রীরা বলেন, 'আমরা বর্ধমান যাচ্ছিলাম। আগে একটা গাড়ি হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দেয় তারপরেই ধাক্কা লাগে। এর ফলে অনেকেরই আঘাত লেগেছে।' তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্য যাত্রীরা অভিযোগ করছেন, এসবিএসটিসি-র বাসগুলোর গতি সাধারণের থেকে অনেকটাই বেশি থাকে। জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটতে থাকে গাড়ি। সিটে বসেও যেন মনে হয় কোনও জয় রাইড উপভোগ করছেন। তাই সামনে কোনও গাড়ি চলে এলে দুর্ঘটনা এড়ানো অসম্ভব।

প্যারোলে মুক্তিতে উৎসব ময়দানে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায়

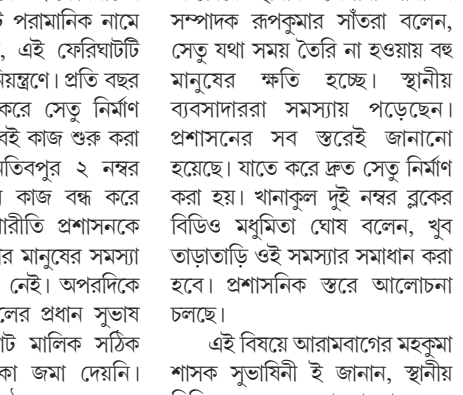

মুক্তির আনন্দ ঝর্না শীর্ষক অনুষ্ঠানে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসিক শিল্পীরা ছ' ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে উৎসব ময়দানে বর্ধমান পুরসভা আয়োজিত বর্ধমান পুর উৎসবের মঞ্চ মাতিয়ে গেল সাজাপ্রাপ্ত ৬ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা বন্দি।

উৎসবে তাদের নিবেদন ছিল রবীন্দ্র নৃত্য 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' ও লোক নৃত্য 'জারুলের ফুলে দলে দলে ভোমরা'। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রুনা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলার পরিচিত নৃত্য প্রশিক্ষণ ও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের নৃত্য পরিচালক মেহবুব হাসান। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বিনয় বাগদি, শেখ ইসরাইল,স্বপন শিকদার, অমিত বাউরি, বাপন দাস, মুক্ত মাল, রীনা দাস, সেলিমা খাতুন, তনু মাল,রুমা দাস, কুসুম কুমারী ও মনুয়া সিংহ মজুমদার।

শিক্ষক মেহবুব হাসানের পরিচালনায় শিল্পীরা এর আগে চুরুলিয়া নজরুল মেলা, বোলপুরে শান্তিনিকেতন মেলা, কাঞ্চন উৎসব, প.ব সরকারের তথ্য দপ্তর এর বাংলা মোদের গর্ব, পৌষালি উৎসব সহ বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠান পরিবেশন করে আসছে গত ছয় থেকে সাত বছর ধরে। চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদার পর বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের শিল্পীদের পরবর্তী প্রযোজনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্যামা নৃত্যনাট্য।

ইংরেজদের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি করছে তৃণমূল, তোপ দাগলেন বিজেপি নেত্রী মাফুজা খাতুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মোদি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেশের একজন সংখ্যালঘুকেও দেশছাড়া হতে হয়নি। কিন্তু মমতার সরকার এখানে এনআরসি সিএএ- র ভয় দেখিয়ে এখানে ইংরেজদের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি করছেন। রবিবার বিকালে আরামবাগে বিজেপির ডাকা মিছিলে যোগ দিতে এসে এভাবেই রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তুলোধনা করলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভানেত্রী মাফুজা খাতুন। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ইংরেজদের মতো হিন্দু ও মুসলিমদের ভাগ করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে মমতা সরকার। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারও বলেননি সরকারি সুবিধা শুধু হিন্দুরা পাবে। বিজেপির বক্তব্য, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটাই বিজেপির বক্তব্য। কিন্তু তৃণমূল এনআরসি ও সিএএ-র নামে জুজু দেখিয়ে বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি করছে। পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরামবাগ আসনে বিজেপিই জয়লাভ করছে বলেও এদিন দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কারচুপি করে আরামবাগে বিজেপিকে হারিয়েছিল। এবারেও চারশো আসন নিয়ে তিন বারের জন্য মোদি সরকারই কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে। অপরদিকে বিজেপি এই কর্মসূচি নিয়ে কটাক্ষ করেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, বিজেপি জাতপাতের রাজনীতি করে। তৃণমূল সকল মানুষের পাশে আছে। আরামবাগে এসে উনি অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন।সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ করছে। রবিবার বছরের শেষ দিনে বিজেপির এই নেত্রী আরামবাগে আসেন তাঁদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এখানে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিমান ঘোষের নেতৃত্বে একটি মিছিল হয়। সেই মিছিলেই পা মেলান মাফুজা খাতুন। সবমিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে আরামবাগে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার মিছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ফাঁকা বাড়িতে চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সপরিবারে পুরী থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘর ফাঁকা। বাড়ি ফিরে নিঃস্ব চুঁচুড়ার অন্তারবাগানের মণ্ডল পরিবার।

দিন দশেক আগে পরিবার নিয়ে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তারবাগানের বাসিন্দা মানস কুমার মণ্ডল। শনিবার রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন বাড়ির আলমারি খোলা, সব কিছু লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, শনিবার তাঁদের ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন সদর দরজা হালকা করে ভেজানো, তালা ভাঙা। ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারির লকার ভাঙা। জামাকাপড়, সব কিছু লণ্ডভণ্ড অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। নগদ টাকা সহ সোনার গয়না চুরি গিয়েছে বলে জানান বাড়ি মালিক। পরিবারের সদস্যদের চিৎকারেই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। খবর পেয়ে বাড়িতে যান স্থানীয় কাউন্সিলর দিব্যেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, চুরি হয়েছে ফাঁকা বাড়িতে, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এক প্রতিবেশী বলেন, 'জমজমাট পাড়া। তার মধ্যেই কখন এভাবে চুরি হয়ে গেল, বোঝাই যাচ্ছে না। আমরা সবাই আতঙ্কিত।'

নীলপুর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: নীলপুর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন। থাকছেন উৎসবে একাধিক মন্ত্রী সহ একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রী।

নীলপুর যুব উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে রবিবার বিবেকানন্দ কলেজ প্রাঙ্গণে। এই প্রতিযোগিতায় একাধিক বিভাগে প্রায় ১২০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে বলে জানান নীলপুর যুব উৎসবের সভাপতি তথা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাসবিহারী হালদার। প্রতিযোগিতাগুলো হল অঙ্কন, নাচ, গান, আবৃত্তি সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এদিন প্রতিযোগীরা। উৎসব আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে জাগরণী ক্লাবের মাঠ প্রাঙ্গণে। পাঁচদিন ধরে এই উৎসব প্রাঙ্গণে থাকছেন টলিউড-বলিউডের একাধিক তারকারা। প্রথমদিন উদ্বোধনী মঞ্চে থাকছেন সোহিনী সরকার। এছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে উদ্বোধন হবে বলে জানান নীলপুর যুব উৎসবের সভাপতি রাসবিহারী হালদার।

বিষ্ণুপুরে পর্যটকদের বাড়তি পাওনা পোড়া মাটির হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে বর্ষ বিদায়ে পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা মন্দিরের কোলে পোড়া মাটির হাট। পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন পোড়া মাটির হাটে। বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছিল এই পোড়ামাটির হাট। এলাকার শিল্পীরা তাঁদের তৈরি করা বিভিন্ন পোড়ামাটির জিনিস, লণ্ঠন, কাঠের তৈরি করা দ্রব্য নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছেন মন্দিরের কোলে পোড়ামাটির হাটে, আর এই হাটেই ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা। চলছে কেনাকাটা। সপ্তাহে দু'দিন বসে এই হাট, শনি ও রবিবার। যেহেতু আজ ৩১ ডিসেম্বর রবিবার, তাই পর্যটকদের পিকনিক এবং মন্দির দর্শনের পাশাপাশি বাড়তি পাওনা পোড়া মাটির হাট।

মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে পোড়া মাটির জিনিসের আজও যে বেশ কদর, তা এই মেলায় পর্যটকদের ভিড়ই বলে দেয়। দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরা এদিন পায়ে পায়ে পৌঁছে গিয়েছেন এই হাটে।

পিছিয়ে পড়া মানুষকে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শীতের মরশুমে ও নতুন বছরের আগে ঝাড়গ্রামের মতো জঙ্গলমহলের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ইচ্ছেডানা'। সংগঠনের পক্ষ থেকে রবিবার ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হল শীতবস্ত্র। এদিন সংগঠনের একাধিক সদস্য উপস্থিত থেকে মোট ৩০০ জন গরিব মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে এবছর নিয়ে এটা সংস্থার সপ্তম বর্ষের শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। জানা গিয়েছে, সুয়াবাসা, শুকনিবাসা এলাকায় বিতরণ করা হয় বস্ত্র।

আত্মঘাতী চাষি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ঋণের দায়ে আত্মঘাতী এক চাষি। দেহ রবিবার ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব মণ্ডল, বাড়ি মেমারি থানার অন্তর্গত ডাঙাপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিবার ভোরে আনুমানিক ৩টে থেকে চারটে নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ঘরে ঝগড়াঝাটি অশান্তি নেই মানসিক চাপে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে এদিন মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিরল প্রজাতির এক প্রাণী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: একটি বিরল প্রজাতির প্রাণী উদ্ধার করলেন সোনামুখী বন দপ্তরের কর্মীরা।

এবার একটি বিরল প্রজাতির প্রাণী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সোনামুখী বন দপ্তর সূত্রে জানতে পারা যায়, সোনামুখী ব্লকের অমৃতপড়া গ্রামে বুধন রায় নামে এক ব্যক্তির জমি থেকে এই বিরল প্রজাতির প্রাণীটি উদ্ধার করা হয়েছে। যার নাম গন্ধগোকুল। সোনামুখী রেঞ্জ অফিসার অমিতেশ সৎপতি জানান, প্রাণীটি এই মুহূর্তে সুস্থ রয়েছে এবং তাকে পরবর্তী সময়ে তার নির্দিষ্ট পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে।

গ্লাভস তৈরির কারখানায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু ঘুমন্ত ছয় শ্রমিকের

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর: মহারাষ্ট্রে গ্লাভস তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। মাঝরাতে ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ছ'জন শ্রমিকের। তাঁরা ওই কারখানায় ঘুমিয়েছিলেন। আচমকা আগুন লেগে যাওয়ায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাননি।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের ছত্রপতি শম্ভজি নগর এলাকার ওই কারখানায় হাতের গ্লাভস বা দস্তানা তৈরি করা হত। শনিবার গভীর রাতে সেখানে আগুন লেগে যায়। সেই সময়ে কারখানায় ছিলেন অন্তত ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক।

আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালায় তারা। কয়েক জনকে বাইরে বার করে আনা গিয়েছে। তবে ছ'জন ভিতরেই আটকে পড়েছিলেন। তাঁদের বাঁচানো যায়নি। বাকি শ্রমিকদের আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর।

দমকলের চেষ্টায় রবিবার সকালের আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কারখানার কর্মীরা জানিয়েছেন, রাতে কারখানায় কাজ বন্ধ ছিল। তাঁরা সকলে ভিতরে ঘুমোচ্ছিলেন। রাত ২টো ১৫ নাগাদ আগুন লাগে এবং দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। তবে কী ভাবে আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, জ্বলন্ত কারখানার ভিতরে অন্তত ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। দমকল কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করেন।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এক দমকল কর্মী বলেছেন, 'রাত ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ আমাদের কাছে একটি ফোন আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা দেখি, গোটা কারখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাদের আধিকারিকেরা সেখানে ঢোকেন এবং ছ'জনের দেহ উদ্ধার করা হয়।' আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখবে দমকল।

রামমন্দিরের নামে অনুদান তুলছে প্রতারকরা ট্রাস্টের তরফে জারি সতর্কতা

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর: রামমন্দির নিয়েই ইতিমধ্যে প্রতারণা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই বিষয়ে সতর্ক করল খোদ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে দলের তরফে সতর্ক করা হয়েছে ভক্তদের। সেখানে জানানো হয়েছে, একদল সাইবার প্রতারক মন্দিরের জন্য অনুদানের নামে টাকা তুলছে। পাঠানো হচ্ছে কিউআর কোড। যদিও রামতীর্থ ক্ষেত্রে ট্রাস্ট এভাবে অনুদান গ্রহণ করছে না। এই বিষয়ে প্রশাসনকেও ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রামতীর্থ নিয়ে এমন ঘটনায় বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির।

শনিবার রামজন্মভূমি সফরে অযোধ্যা রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২২ জানুয়ারি বহুচর্চিত রামমন্দির উদ্বোধন করবেন তিনি। অযোধ্যানগরীতে এখন সাজসাজ রব। জোর কদমে চলছে মন্দিরের কাজও। যদিও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনেও সেই কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। শনিবার নিজের ভাষণে আমজনতাকে ২২ জানুয়ারি মন্দিরে আসতে বারণ করেন খোদ মোদি। অসম্পূর্ণ মন্দির তাড়াহুড়ো করে উদ্বোধন নিয়ে বিরোধীরা যখন প্রশ্ন তুলছেন, তার মধ্যে রামের নামে প্রতারণার বিষয়টি সামনে এল।

এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন খোদ ভিএইচপি মুখপাত্র বিনোদ বনসল। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং দিল্লি পুলিশকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, 'সাবধান!! শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের নামে ভুয়ো আইডি বানিয়ে কিছু প্রতারণার চেষ্টা শুরু করেছে। এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। শ্রীরাম তীর্থ কাউকে উৎসবের জন্য অনুদান তোলার বরাত দেয়নি।' রামভক্তদের সতর্ক করে একটি ভিডিও মেসেজও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বিনোদ। সেখানে তিনি বলেন, এটা আনন্দের উৎসব। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কোনও রকম অনুদান গ্রহণ করা হবে না।

ভিএইচপির তরফে একটি অডিও ক্লিপ শেয়ার করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে এক ভক্ত ও প্রতারকের দীর্ঘ কথোপকথন শোনা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিউআর কোড পাঠানো হচ্ছে এবং টাকা তুলছে প্রতারকরা। এক প্রতারককে বলতে শোনা যায়, হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা মন্দির নির্মাণের কাজ এগোতে দিচ্ছে না। এই ঘটনায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে।

টিকটক নিয়ে ঝগড়া, বোনকে গুলি

ইসলামাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর: টিকটক ভিডিও শুটিং নিয়ে ঝামেলা। তার জেরে বোনের দিকে গুলি চালিয়ে দিল কিশোরী! গুলিবিদ্ধ হয়ে বোনের মৃত্যু হয়েছে। কিশোরীর বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব এলাকার সরাই আলমগীর টাউনের ঘটনা। ওই কিশোরীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তদন্ত।

সরাই আলমগীর টাউনের দুই বোন সাবা আফজল এবং মারিয়া আফজল। জানা যাচ্ছে, দুজন মিলে টিকটক ভিডিও শুট করছিল। আর তা নিয়েই বোনে-বোনে ঝগড়া হয়। তা ধীরে ধীরে চরম পর্যায় পৌঁছয়। একসময়ে বোনকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয় ১৪ বছরের সাবা। ঘটনা প্রথমে নজরে পড়ে সাবা-মারিয়ার বড় দাদার। তিনি প্রথমে গুলিবিদ্ধ বোনকে হাসপাতালে পৌঁছে দেন। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার পর অভিযুক্তকে নিয়ে সোজা সদর পুলিশ স্টেশনে হাজির হন। বোনের তার নামে অভিযোগ দায়ের করেন দাদা।

এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের শেইখুপুরার মর্মান্তিক ঘটনার কথা। সেবারও এই টিকটক ভিডিও শুট করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিন যুবক। আসলে পাকিস্তানে টিকটক নিষিদ্ধ। শরিয়ত অনুযায়ী তাকে 'হারাম' বলে ধরা হয়। আর নিষেধাজ্ঞা বলেই সেখানে আরও বেশি এ ধরনের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার প্রবণতাও বেশি কমবয়সিদের মধ্যে। আর লুকিয়েচুরিয়ে তা করতে গিয়েই এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটছে।

মার্কিন নৌবাহিনীর উপর হামলা, পাল্টা আক্রমণে নিকেশ হাউথিরা

ওয়াশিংটন, ৩১ ডিসেম্বর: মার্কিন নৌবাহিনীর চপার ও বাণিজ্যতরীর উপরে হামলা চালাচ্ছে ইরানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। চাঞ্চল্যকর দাবি করল আমেরিকার সেনাবাহিনী। জানা গিয়েছে, মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুবার হামলা হয়েছে একটি পণ্যবাহী জাহাজে। মার্কিন নৌসেনার কাছে সাহায্যের আর্তিও জানায় তারা। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই ইয়েমেনের হাউথি জঙ্গিদের নৌকোয় পালটা আক্রমণ করেছে নৌসেনার চপার। সেই সময়ে চপার লক্ষ্য করে লাগাতার হামলা চালায় জঙ্গিদের নৌকোগুলো।

মার্কিন সেনার বিবৃতিতে বলা হয়, রবিবার ইয়েমেনের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ বিপদসংকেত পাঠায় পণ্যবাহী জাহাজ মায়ার্স হ্যাংঝাউ। এক দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিপদ সংকেত

এসেছিল তাদের তরফে। জানা গিয়েছে, ছোট ছোট নৌকোয় চেপে মালবাহী জাহাজের কর্মীদের দিকে গুলি চালাতে থাকে হাউথি জঙ্গিরা। জাহাজের ডেকেও উঠে পড়ার চেষ্টা করে তারা। প্রাথমিকভাবে গুলি ছুড়ে জঙ্গিদের ঠেকানোর চেষ্টা করেন মায়ার্স হ্যাংঝাউ-এর কর্মীরা।

বিপদসংকেত পেয়েই জঙ্গিদের মোকাবিলা করতে যায় মার্কিন নৌসেনার চপার। সঙ্গে সঙ্গেই চপার লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে ইরানের মদতপুষ্ট হাউথি জঙ্গিদের দল। আত্মরক্ষার্থেই পালটা গুলি চালানো হয় মার্কিন চপার থেকেও। সেই আক্রমণে ডুবে যায় জঙ্গিদের তিনটি নৌকো। সেখানে থাকা জঙ্গিরা সকলেই মারা গিয়েছে বলে মনে অনুমান। চতুর্থ নৌকোটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে জঙ্গিরা। তবে গোটা ঘটনায় মার্কিন সেনাকর্মী বা যুদ্ধাস্ত্র-কারোরই কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

বেঙ্গালুরু, ৩১ ডিসেম্বর: বর্ষশেষের পার্টি করার মাঝে সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে বারান্দা থেকে পড়ে মৃত্যু হল যুবকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুতে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবক আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন তিনি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দিব্যাংশু শর্মা। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ছিলেন ২৭ বছরের ওই যুবক। গত বৃহস্পতিবার বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। তার পরে একটি পাবে গিয়ে পার্টিও করেন সকলে। শুক্রবার ভোররাত আড়াইটে নাগাদ এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন তাঁরা। বন্ধুরা সকলে বেডরুমে গিয়ে ঘুমোলেও লিভিংরুমেই ছিলেন দিব্যাংশু। তার পরেই বিপত্তি। পূর্ব বেঙ্গালুরুর কে আর পুরা এলাকার একটি ফ্ল্যাটের ৩৩ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোররাতে ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়েছিলেন দিব্যাংশু। সেই সময়েই তাঁর পা পিছলে যায়। ৩৩ তলা থেকে পড়ে যান দিব্যাংশু। আবাসনের ওয়াকিং ট্র্যাকের উপর আছড়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। কীভাবে মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখতে এখনও তদন্ত চালাচ্ছে স্থানীয় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃত দিব্যাংশু আসলে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। হোরামাভুতে বসবাস করেন তাঁর গোটা পরিবার। দিব্যাংশুর বাবা ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন কর্মী। কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন দিব্যাংশু। তবে সিগারেটের ছাই ফেলতে গিয়ে কী করে মৃত্যু হল যুবকের, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কোনও শত্রুতার কারণে দিব্যাংশুকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা, দানা বাঁধছে সেই সন্দেহও।

যৌন হেনস্তার প্রতিবাদ

দলিত তরুণীকে গরম তেলের কড়াইতে ফেলার অভিযোগ

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর: যৌন হেনস্থার প্রতিবাদ করায় দলিত তরুণীকে গরম তেলের কড়াইয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। উত্তরপ্রদেশের বাঘপতের ঘটনা। তেলের কড়াইয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন তরুণী। তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কারখানার মালিক-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার নির্যাতিতার ভাই থানায় অভিযোগ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সদস্যেরা ধনৌরার সিলভারনগর গ্রামের একটি তেলের কারখানায় কাজ করেন। তরুণী কারখানায় কাজ করছিলেন। অভিযোগ, তখন তাঁকে উত্ত্যক্ত করেন কারখানার মালিক প্রমোদ এবং তাঁর দুই সঙ্গী রাজু, সন্দীপ। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার তিন জন।

মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোলরুমে হুমকি ফোন

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর: মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোলরুমে হুমকি ফোন ঘিরে হামলার জল্পনা তৈরি হয়েছে। নেপথ্যে ছ'টি শব্দ। পুলিশকে ফোন করে ওই ছয় শব্দ বলেই ফোন রেখে দেন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। আর তাতেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোলরুমে একটি ফোন আসে। কে ফোন করেছেন, জানা যায়নি। ফোনটি ধরা হলে ও পার থেকে ভেসে আসে ছ'টি শব্দ; 'মুম্বইয়ে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ হতে চলেছে (দেয়ার উড বি ব্লাস্ট ইন মুম্বই)।' এই ক'টি কথা বলেই ফোন কেটে দেওয়া হয়।

উৎসবের মরশুম চলছে। বর্ষশেষের আনন্দে মেতে উঠেছেন মুম্বইবাসী। শহরের নানা প্রান্তে নানা অনুষ্ঠান, উদযাপন লেগেই আছে। রাস্তাঘাটে ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। এই সময়ে বিস্ফোরণ হলে বহু মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। তাই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফোন উপেক্ষা করেনি পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি। বোমার খোঁজে নিকটবর্তী এলাকায় চিরুনিতল্লাশি চালান আধিকারিকেরা। তবে এখনও পর্যন্ত কোথাও সন্দেহজনক তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। শহরে আরও অনেক এলাকায় বোমার খোঁজে তল্লাশি চলছে। সেই সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় যে ব্যক্তি ফোন করেছিলেন, তাঁকেও খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ভুয়ো ফোন হতেই পারে, তবে নববর্ষের আবহে মুম্বই পুলিশ একেবারেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তাই শহর জুড়ে আরও জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে বাণিজ্যনগরীর অলিগলিতে। কোনও ভাবেই যাতে উৎসবের উদযাপনে ব্যাঘাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 13/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **1/1/2024 from 9.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **6/1/2024 upto 11.00 AM**
Bid Opening Date: **8/1/2024 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 12/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **30/12/2023 from 2.00 PM**
Bid Submission Closing Date: **6/1/2024 upto 11.00 AM**
Bid Opening Date: **8/1/2024 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No- P-1/120/1395/EO/2023-24, Dated-28/12/2023
Tender ID: 2023_ZPHD_633188_1 to 4 has been floated Construction of 4 (four) nos. of PCC Road different place under Purbasthali-I Panchyat Samity.
2. e-Tender Reference No- P-1/121/1396/5th SFC/EO/2023-24, Dated-28/12/2023
Tender ID: 2023_ZPHD_633490_3 has been floated 3 (three) nos. tender at different place under Purbasthali-I P.S fund 5th SFC.
3. e-Tender Reference No- P-1/122/1411/BCW/EO/2023-24, Dated-29/12/2023
Tender ID: 2023_ZPHD 634646_1_2 & 4 has been floated 3 (three) nos. tender at different place under Purbasthali-I P.S fund BCW.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

করোনা নতুন উপরূপের দাপটে হতে পারে হৃদরোগের মহামারি!

বেজিং, ৩১ ডিসেম্বর: করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের দাপটে হতে পারে হৃদরোগের মহামারি! এমনই দাবি করা হয়েছে জাপানের নতুন গবেষণায়। জাপানের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা সংস্থা রিকেন নয়া রিপোর্ট পেশ করে সতর্কতা জারি করেছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, মানবদেহের কোষে করোনা ভাইরাস জাঁকিয়ে বসলে হৃদযন্ত্রের উপরে প্রভাব ছড়াতে থাকে। ফলে যাঁরাই এই অসুখে ভুগেছেন, তাঁদের সকলেরই হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ফের আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। মারণ ভাইরাসের নয়া উপরূপ জেএন.১ -এর বাড়বাড়ন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই সাবভ্যারিয়েন্টের ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে দেখা দিতে পারে হৃদরোগের মহামারি! হতে পারে স্ট্রোকও!

এদিকে শনিবার স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পাওয়ার জানিয়েছেন, প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে প্রবীণ নাগরিকদের। তবে এখনই উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু এর মধ্যেই ভয় ধরাচ্ছে জাপানের গবেষকদের আশঙ্কা।

গ্রেপ্তার লোকসভায় হানাদারদের পাস দেওয়া বিজেপি সাংসদের ভাই

বেঙ্গালুরু, ৩১ ডিসেম্বর: কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহার ভাই বিক্রম সিমহাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে গাছ কাটা এবং কাঠ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। অন্তত ১২৬টি গাছ কেটেছেন বিক্রম। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযোগ, কর্নাটকের হাসান জেলায় কমপক্ষে ১২৬টি বড় বড় গাছ কেটেছেন বিক্রম। ওই গাছ কাটার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র তাঁর কাছে ছিল না। শুধু তা-ই নয়, গ্রামে বেআইনি কাঠ পাচারের অভিযোগও উঠেছে সাংসদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

শনিবার বিক্রমকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গালুরু পুলিশের অপরাধ বিভাগের সংগঠিত ক্রাইম স্কোয়াড। পরে তাঁকে রাজ্যের বন দপ্তরের হেপাজতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের তরফেই বিক্রমের বিরুদ্ধে

দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। তাদের দাবি, বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই যথেচ্ছ ভাবে গাছ কেটেছেন বিক্রম। নিকটবর্তী নন্দগোন্ডানহল্লি গ্রামে সেই সব গাছের কাঠ পাচার করেছেন। ওই গ্রামে সম্প্রতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বন বিভাগের এক আধিকারিক। তাঁর নজরে আসে গোটা বিষয়টি। তিনিই এফআইআর দায়েরের জন্য উদ্যোগী হন। অভিযোগ, যে এলাকা থেকে গাছ কাটা হয়েছে, সেটি রাজ্য সরকারের সম্পত্তি।

এ প্রসঙ্গে কর্নাটকের বনমন্ত্রী ঈশ্বর খান্দ্রে বলেন, '১২৬টি বড় গাছ ওরা কেটে ফেলেছে। সব ৫০-৬০ বছরের পুরনো গাছ। এটা ঘোর অপরাধ। বন সংরক্ষণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ আইন ওরা ভেঙেছে।'

প্রসঙ্গত, বিক্রমের দাদা প্রতাপ মাইসুরুর সাংসদ। গত ১৩ ডিসেম্বর লোকসভায় যে দুই বহিরাগত যুবক ঢুকে পড়েছিলেন এবং রংবোমা দিয়ে হলুদ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন এই প্রতাপই। যা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। এমনকী, লোকসভা থেকে প্রতাপের বহিষ্কার এবং সাংসদ পদ খারিজের দাবিও তোলেন বিরোধীরা। যদিও প্রতাপ সে সময়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে জানিয়েছিলেন, যে সাগর শর্মা সংসদে হানা দেন, তাঁর বাবা মাইসুরুর বাসিন্দা। নিজের লোকসভা কেন্দ্রের ওই বাসিন্দার অনুরোধে সংসদে ঢোকার অনুমতিপত্র দিয়েছিলেন তিনি। সাগরের বাবা তাঁকে জানিয়েছিলেন, তাঁর পুত্র নতুন সংসদ ভবনটি দেখতে চান।

২০২৪ হবে কোহলি-বাবরের বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সাল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর। জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টুর্নামেন্টকে ঘিরে বছরের শুরু থেকে খেলোয়াড়দের ব্যস্ততাও বেশি থাকবে টি-টোয়েন্টিতে। তবে পুরো বছরের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হিসেবে নাসের হুসেইন বেছে নিয়েছেন এমন দুজনকে, যাঁদের প্রধান পরিচয় টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান নয়।

ভারতের বিরাট কোহলি আর পাকিস্তানের বাবর আজম;দুই দলের দুই সাবেক অধিনায়ককেই ২০২৪ সালের সম্ভাব্য সেরা ক্রিকেটার মনে করছেন নাসের। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) তৈরি করা একটি ভিডিওতে সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে বেছে নিয়েছেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

নাসের এই দুজনকে বেছে নিতে গিয়ে শুরুতেই বলেন, 'আমার বেছে নেওয়া প্রথম ব্যক্তি একজন মহাতারকা। যা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বিরাট কোহলি। ২০২৩ সাল এবং বিশ্বকাপে সে দুর্দান্ত খেলেছে। যে সব রেকর্ড ভেঙেছে বা আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তার তুলনায় কোহলি কতটা ভালো ব্যাটিং করেছে, সেটা কম মনোযোগ পেয়েছে।'

২০২৩ সালে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান (২৭ ওয়ানডেতে ১৩৭৭) করেছেন কোহলি। শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ ওয়ানডে শতকের রেকর্ডও ভেঙেছেন এ বছর। এ ছাড়া ২০১৯ সালের পর টেস্টে প্রথম শতকও তোলেন ২০২৩ সালেই। এর বাইরে বিশ্বকাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রান এবং সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের রেকর্ডও গড়েছেন ৩৫ বছর বয়সী কোহলি।

নাসেরের মতে, ওয়ানডে বিশ্বকাপের বছরে বেশ কিছু ভালো ইনিংসই কোহলিকে পরের বছরের জন্য এগিয়ে রাখছে, 'আমি পাঁচটা ইনিংসের কথা বলতে পারব, যেখানে কোহলি খুবই ভালো অবস্থায় ছিল। এটা কোহলি, ভারত এবং কোহলির ভক্তদের জন্য ভালো লক্ষণ। এর অর্থ হচ্ছে, সে এখন মানসিকভাবে ভালো আছে এবং খেলার মধ্যে ভালোভাবেই আছে।'

বাবরের ২০২৩ সাল কোহলির মতো ভালো যায়নি। তবে ২৯ বছর বয়সী এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য ২০২৪ ভালো কিছু নিয়ে আসবে বলে মনে করেন ধারাভাষ্যকার নাসের, 'এরপর আছে অনেকে কোহলির সঙ্গে যাঁর তুলনা করে, সেই বাবর আজম। আমি মনে করি, এটা তাঁর এবং পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর। বাবর অধিনায়কত্ব ছেড়েছে, যেটা তাঁর কাঁধ থেকে বোঝা কমিয়ে দেবে। এর কারণে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা হতে পারে, বাবর প্রচুর রান পেতে পারে।'

২০২৩ সালে ২৫ ওয়ানডেতে ১ হাজার ৬৫ রান করেছেন বাবর, যার মধ্যে দুটি শতক ও ১০টি অর্ধশত। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অবশ্য কমই খেলেছেন, মাত্র ৫টি করে। তবে বাবর বছরজুড়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন তাঁর অধিনায়কত্বের কারণে। ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ভালো করতে পারেনি, এরপর দেশে ফিরে নেতৃত্ব ছেড়ে দেন বাবর। নাসের মনে করছেন নেতৃত্বের ভারহীন বাবর সামনে ভালো খেলবেন, 'সামনে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। পাকিস্তান সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলেছে। এবারের আসরে পাকিস্তানকে তাঁদের সাবেক অধিনায়কের কাছ থেকে সত্যিকারের একটা পারফরম্যান্স পেতে হবে।'

এশিয়ান কাপ নয়, ভারতের চোখ অন্য প্রতিযোগিতায়, স্পষ্ট কথা সুনীলদের কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান কাপ খেলতে শনিবার রাতেই দোহা পৌঁছেছে ভারতীয় দল। আর রবিবারই সাংবাদিক বৈঠকে দলের কোচ ইগর স্তিমাচ জানিয়ে দিলেন, তাঁরা এশিয়ান কাপ নিয়ে ভাবছেন না। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ওঠাই তাদের মূল লক্ষ্য।

এশিয়ার অন্যতম সেরা দল অস্ট্রেলিয়া, মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী দল উজবেকিস্তান এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। প্রত্যেকেই র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের থেকে উপরে। তাই স্তিমাচ অযথা ফুটবলারদের চাপ দিতে চাইছেন না। রবিবার স্তিমাচ বলেছেন, আমরা এই গ্রুপে বহিরাগত। উজবেকিস্তান কালো ঘোড়া। অসাধারণ দল। ওদের শারীরিক দক্ষতা আমাদের চাপে ফেলতে পারে। অস্ট্রেলিয়া সর্বোচ্চ মানের ফুটবল খেলছে। নিয়মিত বিশ্বকাপে খেলে এবং অনায়াসে গ্রুপ পর্ব পেরোবে।

কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এশিয়ান কাপে নামবেন তার উত্তর দিতে গিয়ে স্তিমাচ বলেছেন, তএই গ্রুপ গত বারের থেকে অনেক কঠিন। ভাল পারফরম্যান্স উপহার দিতে চাই এবং গোটা প্রতিযোগিতা জুড়ে একই রকম ছন্দে খেলতে চাই। কিন্তু ফলাফলের জন্য ছেলেদের উপর কোনও চাপ দিতে চাইছি না। ওদের বলেছি ভয়ডরহীন ফুটবল খেলতে। সামনে কোন দল তা দেখার দরকার নেই। শেষে কী ফল হল সে দিকে তাকাব না। আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছনো।

একে তো তারা দেরি করে পৌঁছেছেন। তার উপর চোটের কারণে অনেক ফুটবলারকেই পাবেন না স্তিমাচ। সে প্রসঙ্গে ভারতীয় কোচের ব্যাখ্যা, বাকি দলগুলো দুবাইয়ে তিন সপ্তাহ আগেই পৌঁছে গিয়েছে। আমরা এখনও পরিবেশের সঙ্গে মানাতে পারিনি। সেটা করাই আমাদের প্রধান কাজ। খুব অল্প সময়ে করতে হবে। আনোয়ার আলি, আশিক কুরুনিয়ন, গ্লেন মার্টিন্স, জিকসন সিংহ নেই। ওদের মিস্ করব। বিশেষত আনোয়ারের পরিবর্ত পাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ওদের ছাড়াই ভাল খেলতে হবে।

টেস্টে সর্বোচ্চ রান ও উইকেটে অস্ট্রেলিয়ানদের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদায় নিতে চলা ২০২৩ সালটা ছিল অস্ট্রেলিয়ার। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা, সঙ্গে অ্যাশেজ ধরে রাখা;কী করেনি প্যাট কামিন্সের দল!

দলের এমন অর্জনের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে। টেস্টে চলতি বছরের শীর্ষ রান সংগ্রাহক ও শীর্ষ উইকেটশিকারির তালিকায়ও আছে অস্ট্রেলিয়ার দাপট। অস্ট্রেলিয়া এই বছর টেস্ট খেলেছে ১৩টি, যা চলতি বছরে সর্বোচ্চ। বাকি কোনো দেশ ১০টি টেস্টও খেলেনি।

চলতি বছরে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক উসমান খাজা। ২৪ ইনিংসে ৫২.৬০ গড়ে খাজার রান ১২১০। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৬টি। খাজার পরই নামটা স্টিভ স্মিথের। ২৪ ইনিংসে স্মিথের রান ৯২৯। গড় ৪২.২২। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৩টি।

এরপরই আছেন অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতানোর নায়ক ট্রাভিস হেড। ২৩ ইনিংসে হেডের রান ৯১৯। গড় ৪১.৭৭। হেড এই রান করেছেন ৭৫.৫৭ স্ট্রাইক রেটে। মারনাস লাবুশেন ৩৪.৯১ গড়ে ৮০৩ রান করে আছেন ৪ নম্বরে। ৫ নম্বরে আছেন ১৪ ইনিংসে ৮৮৭ রান করা জো রুট। বাকি সবার চেয়েই রুটের গড় সবচেয়ে ভালো; ৬৫.৫৮। স্ট্রাইক রেট ৭৬.৩৩।

শীর্ষে থাকলেও লাবুশেন কিংবা স্মিথ কেউ এই পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট থাকার কথা নয়। ২০১৯ থেকে ২০২২;এই চার বছরে লাবুশেনের সর্বনিম্ন গড় ছিল গত বছর; ৫৬.২৯। বোঝাই যাচ্ছে, চলতি বছর নিজের সেরার ধারেকাছেও ছিলেন না লাবুশেন। স্মিথের জন্যও ব্যাপারটি এমন। গত দুই বছর ৫০, এর বেশি গড়ে ব্যাট করেছেন স্মিথ। ওয়ানডের মতো টেস্টেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক নাজমুল হোসেন। ৮ ইনিংসে ৫৫ গড়ে নাজমুলের রান ৪৪০।

উইকেটশিকারির তালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার নাথান লায়ন ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ১৭ ইনিংসে লায়নের উইকেট ৪৭টি, ১৯ ইনিংসে কামিন্সের ৪২টি। এরপর আছেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রড। অশ্বিনের উইকেট ১৩ ইনিংসে ৪১। ব্রড ১৬ ইনিংসে নিয়েছেন ৩৮ উইকেট। সমান ইনিংসে ৩৮ উইকেট নিয়েই তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট তাইজুল ইসলামের। ৮ ইনিংসে তাঁর উইকেট ২৬টি।

৩৪৭ দিন পর কোর্টে ফিরে হার, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত নন নাদাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরলেও শুরুটা ভাল হল না রাফায়েল নাদালের। ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে ছেলেদের ডাবলসে নেমে হেরে গেলেন তিনি। নাদালের সঙ্গী ছিলেন মার্ক লোপেজ। তাঁরা দু'জনে মিলে ২০১৬ অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন। কোর্টে আর কত দিন নাদালকে দেখা যাবে, তা নিয়ে নিশ্চিত নন নাদাল।

রবিবার অস্ট্রেলিয়ার জুটি ম্যাক্স পুরসেল এবং জর্ডন থম্পসনের বিরুদ্ধে হেরে যান নাদালেরা। ৪-৬, ৪-৬ সেটে হেরে যান তাঁরা। সেই ম্যাচের আগে নাদাল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভবিষ্যতে কী করব তা নিশ্চিত করে বলতে পারব না।

তবে অস্ট্রেলিয়ায় হয়তো আমি শেষ বার খেলতে এসেছি। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন নাদাল। তার পর থেকে কোর্টের বাইরে। ৩৪৭ দিন পর কোর্টে ফিরলেন তিনি।

নাদাল নিজের উপর কোনও বাড়তি চাপ নিতে চাইছেন না। ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক বলেন, 'ছ'মাস পর কী হবে আমি জানি না। ২০ বছর আগে আমি যে ভাবে টেনিসকে উপভোগ করতাম, এখনও সেটা শারীরিক ভাবে পারব কি না জানি না। আমার শরীর নিজেকে উজাড় করে দিতে পারবে কি না জানি না।

ব্রিসবেন ইন্টারনেশনালে সিঙ্গলসও খেলবেন নাদাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু হবে ১৪ জানুয়ারি থেকে। সেখানে খেলার কথা নাদালের।

১৭ বছর পর যে ঘটনার সাক্ষী মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাতারে বিশ্বকাপ জিতে গত বছরের ডিসেম্বর অনন্য এক উচ্চতায় ওঠেন লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে তিনি শুরু করেন ২০২৩ সাল। যদিও বছরটার মেসির জন্য খানিকটা উত্থান,পতনেরই ছিল। বিশেষ করে পিএসজিতে শেষ ছয় মাস মোটেই ভালো ছিলেন না মেসি। দর্শকদের দুয়োও শুনতে হয় এই আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে।

শেষ পর্যন্ত মৌসুম শেষে পিএসজি ছেড়ে মেসি চলে যান মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। মায়ামিতে অবশ্য শুরুটা দারুণভাবেই করেন মেসি। দলটিকে এনে দেন তাদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপাও। এমএলএস মৌসুমের শেষ ভাগে অবশ্য চোটের জন্য খুব বেশি খেলতে পারেননি মেসি।

ক্লাবের হয়ে উত্থান,পতনের সময় গেলেও জাতীয় দলের জার্সিতে অবশ্য নিয়মিতই আলো ছড়িয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। প্রীতি ম্যাচ ও বিশ্বকাপ বাছাই মিলিয়ে পুরো বছরে মাত্র একটি ম্যাচে হেরেছে আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ের বিপক্ষে ২,০ গোলের সেই হার বাদ দিলে বছরটা আর্জেন্টিনার জন্য দুর্দান্তই ছিল।

এ বছরে মেসি সব মিলিয়ে খেলেছেন ৪৪ ম্যাচ। যেখানে তিনি করেছেন ২৮ গোল। পিএসজির হয়ে ৯, ইন্টার মায়ামির হয়ে ১১ এবং আর্জেন্টিনার জার্সিতে করেছেন ৮ গোল। এই ২৮ গোলের কোনোটিই মেসি পেনাল্টিতে করেননি। অর্থাৎ ২০২৩ পঞ্জিকাবর্ষে মেসি পেনাল্টি থেকে কোনো গোল করেননি। এমন নয় যে মেসি পেনাল্টি নিয়ে গোল মিস করেছেন। এ বছর মেসি কোনো পেনাল্টিই নেননি। আর এ ঘটনা মেসির ক্যারিয়ারে ঘটল ১৭ বছর পর। এর আগে সর্বশেষ ২০০৬ সালে পেনাল্টিতে কোনো গোল ছাড়া বছর শেষ করেছিলেন মেসি।

২০০৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতি মৌসুমেই পেনাল্টি থেকে গোল পেয়েছেন মেসি। যেখানে বার্সেলোনার হয়ে ২০১২ সালে পেনাল্টিতে মেসি করেছিলেন ১৪ গোল। সেটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারে এক বছরে সবচেয়ে বেশি পেনাল্টি গোল। মেসি ক্যারিয়ারে পেনাল্টি গোলে দ্বিতীয়বার দুই অঙ্ক স্পর্শ করেছিলেন ২০১৭ সালে।

সেবার পেনাল্টিতে ১০ গোল পেয়েছিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। আর ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের বছরে মেসি সবমিলিয়ে ৬ গোল করেছিলেন পেনাল্টিতে। যার চারটিই তিনি করেছিলেন বিশ্বকাপে। এমনকি বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষেও পেনাল্টিতে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন মেসি। বিশ্বকাপ ফাইনালে করা সেই গোলটিই এখন পর্যন্ত মেসির ক্যারিয়ারে করা সর্বশেষ পেনাল্টি গোল।

৯৩ বছর পর আবার এমন হাল ম্যান ইউনাইটেডের

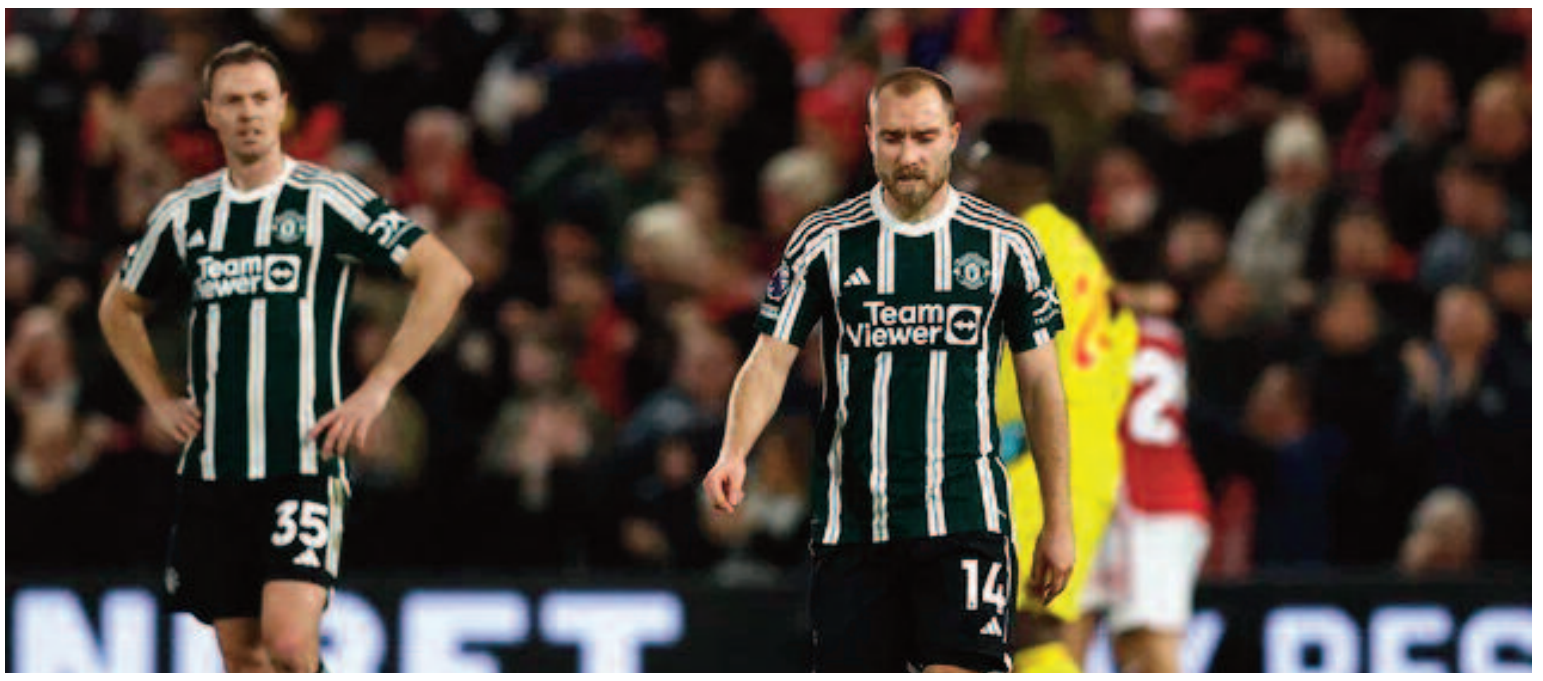

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর;এই সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ম্যাচ খেলেছে ৮টি। এর মধ্যে ৫টিতেই হার। বাকি ৩ ম্যাচের ২টিতে জিতেছে এরিক টেন হাগের দল, ১টি করেছে ড্র। এমন ডিসেম্বর এর আগে খুব বেশি দেখেনি দলটির সমর্থকেরা। কাল নটিংহাম ফরেস্টের মাঠে ২-১ গোলের হারটি ৯৩ বছর পর লিগে সবচেয়ে বাজেভাবে মৌসুম শুরুর তেতো স্বাদ উপহার দিয়েছে ইউনাইটেডকে। এর আগে লিগে ইউনাইটেডের এত বাজে মৌসুম শুরুর ঘটনাটি ছিল ১৯৩০ সালে।

গতকাল রাতের হারের পর ২০ ম্যাচে ইউনাইটেডের পয়েন্ট ৩১। তালিকার সপ্তম স্থানে আছে তারা। চতুর্থ স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে টেন হাগের দল। ফরেস্টের মাঠে ৬৪ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার ১৪ মিনিট পর মার্কাস রাশফোর্ডের গোলে সমতায় ফিরেছিল ইউনাইটেড। তবে ৮২ মিনিটে আবার পিছিয়ে পড়ে তারা। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৬ ম্যাচে ইউনাইটেডের এটা চতুর্থ হার।

এই হারকে ম্যাচ শেষে 'অবান্তর' বলে উল্লেখ করেছেন ইউনাইটেডের কোচ টেন হাগ, 'এটা হতাশার। হারটি অবান্তর। আমরা প্রথমার্ধেই হেরে গেছি। আমরা যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিনি। প্রথমার্ধে আমাদের আরও কিছু দেওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা একটু ভালো খেলেছি। আমরা জানি এই ফল আমাদের মানের সঙ্গে মানানসই নয়। খেলোয়াড়েরা এই ফলে খুশি নয়। তবে আমাদের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল।'

তা ইউনাইটেড যে কারণেই হারুক, ১৯৮৯-৯০ মৌসুমের পর এই প্রথম তারা লিগের প্রথম ২০ ম্যাচের ৯টিতে হেরেছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে তারা ১৪টি ম্যাচ হেরেছে। নতুন বছরে যাওয়ার আগে এর চেয়ে বেশি ম্যাচ তারা হেরেছিল ১৯৩০-৩১ মৌসুমে। এ বছর সব মিলিয়ে ২১টি ম্যাচ হেরেছে ইউনাইটেড। নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে এর চেয়ে বেশি ম্যাচ এর আগে তিনবারই হেরেছে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

এ অবস্থার জন্য কোচ টেন হাগ অবশ্য চোটের থাবাকেই দুষছেন, 'চোট আছে। অন্য সমস্যাও আছে। তবে চোটই মূলত আমাদের পেছনে টেনে ধরেছে। জানুয়ারি আমাদের অনেক খেলোয়াড় ফিরবে। তাই আমাদের খেলার মান আরও বাড়বে।'

টেন হাগ ইউনাইটেডের এই অবস্থার জন্য চোটকে দুষলেও দলটির সাবেক খেলোয়াড়েরা এর দায় দিচ্ছেন কোচকেই। ইউনাইটেডের কিংবদন্তি ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিল বলেছেন, 'আমার সন্দেহ নেই যে তারা (ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ) মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই (টেন হাগের ব্যাপারে) একটা সিদ্ধান্ত নেবে। মৌসুমের শেষ পর্যন্ত টেন হাগকে যদি তারা রাখে আর পরিস্থিতি এ রকমই থাকে, তাহলে সে সত্যিকার অর্থেই চাপে পড়ে যাবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**